POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠
وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ
اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ ○ (آل عمران:104)

এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করিলেন,এবং তোমরা তাঁহারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে। (আলে ইমরান: ১০৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 28

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 11জুলাই, 2019 7 যুল কাদা 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

বিরুদ্ধবাদীরা যখন কিনা আমাদের উপর কলমের দ্বারা আক্রমণ করতে চায়, আর অবশ্যই তারা করবে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি করতে উদ্যত হই তবে তা কত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে?
কেউ যদি ইসলামের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অবলম্বন করে তবে সে কেবল ইসলামের সুনাম হানিই করবে।
অহেতুক কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে তরবারি ধারণ করা কখনই ইসলামের অভিপ্রায় ছিল না।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন আমি সেই সকল লুকোনো ধনভান্ডার জগতের সম্মুখে প্রকাশ করে দিই, এবং অপবিত্র আপত্তি সমূহের কলুষকে পবিত্র করি যা ঐ অত্যুজ্জ্বল মনিমানিক্যের উপর আরোপিত হয়েছে। এই যুগে খোদা তা'লার আত্মাভিমান জেগে উঠেছে যেন প্রত্যেক পরশ্রীকাতর শত্রুর আপত্তি খণ্ডন করে কুরআন করীমের সম্মান ও মর্যাদাকে পবিত্র করা হয়।

অতএব, এমন পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধবাদীরা যখন কিনা আমাদের উপর কলমের দ্বারা আক্রমণ করতে চায়, আর অবশ্যই তারা করবে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি করতে উদ্যত হই তবে তা কত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে? আমি তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে বলছি, এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যুত্তরে কেউ যদি ইসলামের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অবলম্বন করে তবে সে কেবল ইসলামের সুনাম হানিই করবে। অহেতুক কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে তরবারি ধারণ করা কখনই ইসলামের অভিপ্রায় ছিল না। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, বর্তমান যুগে যুদ্ধ কলাকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে, এর দ্বারা এখন আর ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়, বরং জাগতিক স্বার্থই এখন এর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই, আপত্তিকারীদেরকে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তরবারি দেখানো কত বড় অন্যায় কাজ হবে! এখন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যুদ্ধের নিয়ম-নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব, প্রয়োজন হল সর্বাগ্রে নিজেদের মন ও মস্তিষ্ক প্রয়োগ করা আর আত্মশুদ্ধি করা এবং সাধুতা ও তাকওয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করা। এটি খোদা তা'লার অলঙ্ঘনীয় আইন ও অটল নীতি, যদি মুসলমানেরা কেবল কথা ও মৌখিক দাবি দ্বারা সফলকাম ও জয়যুক্ত হতে চায়, তবে তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা আস্ফালন ও ফাঁকা বুলিকে গ্রাহ্য করেন না, বরং তিনি চান প্রকৃত তাকওয়া, আর তিনি ভালবাসেন প্রকৃত পবিত্রতা। যেরূপ তিনি বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (নহল: ১২৯)

বুদ্ধি প্রয়োগও করা উচিত

আমাদেরকে যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগও করা উচিত। কেননা, এই যুক্তি-বুদ্ধির কারণেই মানুষ কৈফিয়ত দাবি করে। কোনও ব্যক্তিকেই অযৌক্তিক কথা স্বীকার করতে বাধ্য করা যেতে পারে না। শরীয়ত কোন ব্যক্তিকেই তার (বৌদ্ধিক) শক্তি-সামর্থ্যের উর্দ্ধে কোনও কিছু সহন করতে বাধ্য করে নি। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۔ (আল বাকারা: ২৮৭)। এই আয়াত থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মানুষের শক্তি-সামর্থের অতীত নয়। এমনকি খোদা তা'লা নিজের বাগ্মীতা ও ভাষার উৎকর্ষতা প্রকাশ করতে ঐশী আদেশাবলী অবতীর্ণ করেন নি, কিম্বা তাঁর আইন রচনার দক্ষতা ও কাহিনী বর্ণনার নিপুণতা প্রকাশ করতে এমনটি করেন নি, যেন তিনি পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, নির্বোধ ও দুর্বল মানুষ কখনই এমন আদেশাবলী মেনে চলতে সক্ষম হবে না। খোদা তা'লা এমন নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কর্ম থেকে পবিত্র। তবে খৃষ্টানরা নিশ্চয় একথা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই শরীয়তের অনুসরণ এবং খোদার আদেশ পালন করতে সক্ষম নয়। নির্বোধরা এতটুকুও বোঝে না, তবে খোদা তালার শরীয়ত পাঠানোর প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাদের চিন্তাধারা এবং মতবিশ্বাস অনুযায়ী, খোদা তা'লা যেন পূর্বের নবীদের উপর শরীয়ত অবতীর্ণ করে একটি বৃথা কাজ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। বস্তুতঃ, কাফফারা বা প্রায়ঃশ্চিত্ত মতবাদ উদ্ভাবনের জন্যই খোদা তা'লার পবিত্র সত্তার উপর এমন একটি ত্রুটি আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা স্বরচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য খোদার অস্তিত্বের উপর এমন কদর্য আরোপ করতেও যে কুণ্ঠিত হল না, তা দেখে আমি হতভম্ভ হয়েছি।

কুররআনী শিক্ষার প্রত্যেকটি আদেশ উদ্দেশ্য সম্বলিত ও প্রজ্ঞার অধীন।

নিঃসন্দেহে, কুরআন করীমের একটি বৈশিষ্ট হল এর প্রত্যেকটি আদেশ উদ্দেশ্য সম্বলিত ও প্রজ্ঞার অধীন। একারণেই কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে যুক্তি-বুদ্ধি, বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও ঈমানী শক্তি প্রয়োগ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কুর্‌আন করীম ও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের মধ্যে এটিই একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য যে, আর অন্য কোন পুস্তক নিজের শিক্ষাকে যুক্তি, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সূক্ষ্ম ও অবাধ সমালোচনার সামনে মেলে ধরার সাহস দেখাতে পারে নি। অস্ফুট ইঞ্জিলের ধূর্ত অনুসারী ও সমর্থকরা সম্যক অবগত ছিল যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা যৌক্তিকতার কষ্টি পাথরে কোনওভাবেই উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এই কারণেই তারা ধূর্ততার সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে এই যুক্তির অবতারণা করেছে যে, ত্রিত্ববাদ ও কাফফারা (প্রায়ঃশ্চিত্ত) এমন এমন রহস্য যা মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু এর বিপরীতে, কুরআন করীমের শিক্ষা হল-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫১) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

আজকের দিনটি জামাত আহমদীয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন হুযুর আনোয়ার (আই.) মার্কিন দেশে তাঁর চতুর্থ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২০০৮ সালের জুন মাসে তিনি প্রথম মার্কিন দেশের সফর করেন। সেবার তিনি দেশের পূর্বাঞ্চলের সফরে গিয়েছিলেন। সেবার তিনি ওয়াশিংটনে অবস্থান করেন এবং জলসার জন্য হারিসবার্গ এলাকায় আসেন।

এরপর তিনি ২০১২ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় সফর করেন। এটিও তাঁর পূর্বাঞ্চল সফর ছিল। উক্ত সফরের সূচনা হয় শিকাগো শহর থেকে। শিকাগো ছাড়াও যিআন, কলোম্বাস, ডিউটন, পিটর্সবার্গ, ওয়াশিংটন ডিসি, হারিসবার্গ, ভার্জিনিয়া এবং বাল্টিমিউর জামাতে হুযুর আনোয়ার পদার্পন করেন।

তৃতীয় সফর করেন দেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত জামাতগুলিতে। যেমন-ক্যালিফোর্নিয়া, লাস আঞ্জেলাস ও প্রমূখ শহরে। হুযুর আনোয়ারের এই সফর ছিল ২০১৩ সালে ৪ঠা মে থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত।

এবারের সফরটি ছিল চতুর্থ সফর যা ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ হয়। এই সফরে ফিলাডলফিয়া, বাল্টিমোর এবং সাউথ ভার্জিনিয়ায় মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সফরে হিউস্টন শহরেও জামাতের কিছু অনুষ্ঠান ছিল। এরপর দক্ষিন আমেরিকার দেশ গোয়েতামালার সফর সামিল ছিল।

১৫ই অক্টোবর, ২০১৮ সাল, দুপুর ২:৫৫ টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁকে বিদায় জানাতে জামাতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা মসজিদ প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। হুযুর ইজতেমাই দোয়া করানোর পর হাত উঁচিয়ে সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

১৯২০ সাল জামাত আহমদীয়া আমেরিকার জন্য একটি বিশেষ মর্যদা রাখে। এবছরই আমেরিকার মাটিতে জামাত আহমদীয়ার সূচনা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) হযরত মুফতী মহম্মদ সাদিক (রা.)কে আমেরিকা যাওয়ার নির্দেশ দেন, যিনি সেই সময় ইংল্যান্ডে মুবাল্লিগ হিসেবে সেবারত ছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে মুফতী সাহেব ১৯২০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ইংল্যান্ডের লিভারপুল বন্দর থেকে তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এবং ২১ দিন যাত্রার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার পেনস ল্যান্ডিং ফিলোডেলফিয়া বন্দরে অবতরণ করেন। কিন্তু তাঁকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে বন্দী করা হয়। সেই স্থান থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি তাঁর ছিল না। ছাদে ঘোর ফেরা করার অনুমতি ছিল। সেই ঘরের দরজা দিনে দুইবার মাত্র খোলা হত। সেখানে কিছু ইউরোপিয়ানকেও নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। হযরত মুফতি সাহেব সুযোগ পেয়ে সাথী বন্দীদেরকে তবলীগ শুরু করেন। যার ফলে দুই মাসের মধ্যে পনেরো জন কয়েদী ইসলাম গ্রহণ করে। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন এই সংবাদ পেলেন যে মুফতি সাহেবকে বন্দী বানানো হয়েছে, তিনি তখন আমেরিকা সরকারের এই আচরণে গভীর পরিতাপ ব্যক্ত করে বলেন:

"যে আমেরিকা নিজেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে দাবী করে, এতদিন পর্যন্ত সে জাগতিক সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করেছে,তাদেরকে পরাজিত করেছে। আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে দেখেনি। এখন আমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করলে বুঝতে পারবে যে, কখনই সে আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। কেননা খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমেরিকা সংলগ্ন অঞ্চলে তবলীগ করব এবং সেখানকার মানুষদের মুসলমান বানিয়ে আমেরিকা পাঠাব। তাদেরকে আমেরিকা দেশে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না। আমরা আশা করি আমেরিরকায় অবশ্যই একদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুররসুলুল্লাহ্ ধ্বনি মুখরিত হবে।

১৯২০ সালের মে মাসে আমেরিকা সরকারের পক্ষ থেকে মুফতী সাহেবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যার আকস্মিক কারণ এটিই ছিল, তাদের মনে এই আশাঙ্কা দানা বেঁধেছিল যে পাছে এই ব্যক্তি সমস্ত নজরবন্দীদেরকে মুসলমান না বানিয়ে ফেলে। কাজেই, সেখানকার প্রশাসকরা তাঁকে আমেরিকা প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়ে দেয়।

হযরত মুফতী সাহেব নিউইয়র্কে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে জামাতের মিশনের সূচনা করেন। এরপর ১৯২১ সালে তিনি শিকাগো স্থানান্তরিত হয়ে আসেন। সেখানে একটি আস্ত ভবন ক্রয় করে জামাতের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৫০ সালে জামাতের কেন্দ্র শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন স্থানান্তরিত হয়। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমগ্র আমেরিকার প্রত্যেকটি প্রধান শহর ও প্রদেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে ৭৪টি স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জামাতের ৫৩টি মসজিদ এবং ২৬টি মিশন হাউস রয়েছে। কিছু স্থানে বিরাট আকারের ভবন, জামাতের কেন্দ্র ও মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই সফরেও তিনটি মসজিদের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও আরও নতুন মসজিদ এবং জামাতী সেন্টার নির্মাণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেবকে বন্দী বানানোর পর ১৯২০ সালে বলেছিলেন,'আমেরিকা আমাদেরকে কখনও পরাজিত করতে পারবে না। আমেরিকায় একদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুরসুলুল্লাহ্ ধ্বনি মুখরিত হবে।' আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমগ্র আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরে আহমদীরা রয়েছেন আর সেখানে মজবুত ও সক্রিয় জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আমেরিকার প্রান্তে প্রান্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুরসুলুল্লাহ্ ধ্বনি মুখরিত হচ্ছে।

হযরত আমিরুল মোমেনিন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সফর অসাধারণ বরকত ও সফলতার সমাবেশ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে এই সফরটি একটি বৈপ্লবিক সফর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে যা আঁহযরত (সা.) এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যতদ্বাণী অনুসারেই জামাত আহমদীয়া একের পর এক গন্তব্য অতিক্রম করে গগনচুম্বী সফলতা স্পর্শ করছে যার পরিণামে আল্লাহ তা'লার কৃপায় এই দেশেও জামাতের অসাধারণ উন্নতি ও বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে এবং জামাত সফলতার এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

Religious News Service (RNS) এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৪ সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত। তাদের একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং প্রতিষ্ঠানের সোসাল মিডিয়া ম্যানেজার সম্মেলনে যোগদান করেন। টিভি নিউজ চ্যানেলের মধ্যে CBS 3 Philadalphia এর প্রসিদ্ধ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। Metro Us Philadalphia এটি ফিলোডালফিয়ার চতুর্থ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংবাদপত্র। এই পত্রিকার সম্পাদক ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। State Broadcast News (এই সংস্থাটি অডিও ভিডিও এবং চিত্র সাংবাদিকতার জন্য তথ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য সংস্থাগুলি তাদের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে সংবাদ পরিবেশন করে) ফিলাডালফিয়া ও নিউ জার্সি থেকেও এই সংস্থার সম্পাদকগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। Philadalphia Daily News এই পত্রিকাটি ফিলাডেলফিয়ার দ্বিতীয় জনপ্রিয় পত্রিকা। এর নিবন্ধক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। Philadalphia Tribune পত্রিকা আমেরিকার সর্বপ্রাচীন আফ্রো-আমেরিকান পত্রিকা। পত্রিকার পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। Freelance journalists পত্রিকার পক্ষ থেকে দুইজন স্বাধীন পেশাদার সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন যাদের নিবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

যে সমস্ত মুসলমানরা সন্ত্রাস ছড়ায়, তাদের সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আমি এযাবৎ যা কিছু বলে এসেছি তা সবই ইসলামী শিক্ষা অনুসারে। ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তি। কাজেই, কেউ যদি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে এর শিক্ষাকে অনুসরণ না করে, তবে তার সেই আচরণ তার নিজের ব্যক্তিগত, তার কর্মপন্থা তার একান্তই নিজের, তার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো কেবল আমার নিজের এবং জামাতের সম্পর্কেই বলতে পারি। আমরা যা কিছু করি তা ইসলামী শিক্ষা অনুসারেই করি।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এমন আচরণ প্রসঙ্গে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন:

আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করি। আমরাকাউকে বাধ্য করতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব কেবল নিজেদের কর্ম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আমরা আহমদী মুসলমান। আপনারা আমাদের মধ্যে এমন কোন আচরণ দেখতে পাবেন না।আমরা কেবল তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যাতে তারা বুঝে যায়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কেবল শান্তি ও ভালবাসার প্রসার করে।

এক সাংবাদিক বলেন: ফিলোডেলফিয়ার মানুষকে মসজিদে আসা সম্পর্কে আপনি কি কোন বার্তা দিতে চান?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলব।

একজন সাংবাদিক বলেন: এই এলাকায় মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব কোথায়? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যেখানেই আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উপাসনাগার থাকা অত্যন্ত জরুরী। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এখানে একটি ভাল জায়গা পেয়ে গেছি। আমরা যদি ডাউন টাউনেও জায়গা পেতাম তবে সেখানেই মসজিদে বানিয়ে নিতাম। আমরা এখন ফিলোডেলফিয়া শহরের মসজিদ তৈরী করেছি ঠিকই, কিন্তু এই স্থানটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণ নেই। এখানে আমরা ভাল দামে ভাল জমি পেয়ে গিয়েছি, এই কারণেই এখানে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য এটিকে নির্বাচন করলাম।

একজন সাংবাদিক বলেন, আপনি এখানে ফিলোডেলফিয়ায় প্রথমবার এসেছেন। আপনি কোন স্থানীয় খাবার খেয়েছেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার সঙ্গীসাথিরা বলেই নি যে এখানে স্থানীয় বিশেষ কোন খাদ্য আছে? আমাকে তাদের বলা উচিত ছিল। আপনারা যদি বিশেষ কোন খাদ্যের নাম প্রস্তাব করেন, তবে আমি চেষ্টা করব। আমার বিভিন্ন খাদ্যের স্বাদ নেওয়ার শখ আছে। যা শুনে সেই সাংবাদিক বলেন, আমি আপনাকে 'চিস স্টীক' খাওয়ার পরামর্শ দিব। হুযুর সহাস্যে বলেন,

জুমআর খুতবা

আমরা খোদার নিকট খোদা চাইলে তা প্রত্যেকে লাভ করতে পারে।

যে ব্যক্তি খোদাকে লাভ করে, তার চরণে জগতের সকল নেয়ামত লুটিয়ে পড়ে।

জুমার নামাযের উপস্থিতি এবং জামে মসজিদে গিয়ে ইমামের খুতবা শোনা তোমাদের জন্য তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক কর্ম থেকে হাজার হাজার লক্ষ গুণ উত্তম।

জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য হোক বা অন্যান্য নেয়ামতসমূহ, তা সবই লাভ হয় কেবল আল্লাহর কৃপায়।

অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আমাদেরকে জুমার হেফাযত করা উচিত।

যেভাবে রমযানের শেষ জুমাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে সারা বছর জুমাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করার জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা জরুরী।

বছরের একটি জুমাকেই যথেষ্ট মনে করো না, বরং প্রত্যেকটি জুমাই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি আমাদের আজকের দিন গতকালের চেয়ে উন্নত না হয়, তবে আমরা প্রকৃত মোমেন নই।

একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীরা নিজেদের ইবাদতকে কেবল রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তাদের ইবাদত সারা বছর জুড়ে হয়ে থাকে। এরা জাগতিক কামনা-বাসনার জন্য দোয়া করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য দোয়া করে।

রমযান মাসের শেষ জুমার বরকতপূর্ণ সময়ে জুমার নামাযের গুরুত্ব এবং দোয়া গ্রহণীয়তার দর্শন সম্পর্কে বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৩১ শে মে, , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৩১ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ (الجمعة 10 تا 12)

এই আয়াতগুলির অনুবাদ হল-

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে জুমআর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য দ্রুত আইস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে। অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র ফযল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও। এবং যখন তাহারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা আমোদ-প্রমোদ দেখিতে পায়,তখন তাহারা তোমাকে একাকী দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া উহার দিকে দৌড়াইয়া যায়। তুমি বল, 'যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে উহা আমোদ -প্রমোদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে উৎকৃষ্টতর; বস্তুতঃ আল্লহ্ রিযক দাতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।

আজ রমযান মাসের শেষ জুমা। লোকেরা এই দিনটিতে সমধিক হারে এবং বিশেষ মনোযোগ সহকারে জুমার নামাযে হাজির হওয়ার চেষ্টা করে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা। ইদানিং অধিকাংশ স্কুলেও ছুটি চলছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকেও উপস্থিতির সংখ্যা বেশ ভাল দেখাচ্ছে আর এমনিতেও বেশিই দেখাই। এটিকে সমাপাতন বলা চলে।

সূরা জুমার শেষ রুকুর আয়াত এগুলি যা আমি তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা জুমার গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। কাজেই, জুমায় উপস্থিত হওয়া আল্লাহ তা'লার নিকট অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, জুমার নামাযের জন্য আহ্বান করা হলে কোন প্রকার অলসতা প্রদর্শন করবে না, বরং তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতি মনোযোগী হয়ে জুমার নামাযের জন্য হাজির হও-যতই ব্যস্ততা থাক, ব্যবসার চরম সময় হোক বা সেই সময় জাগতিক কাজ এবং ব্যবসা বানিজ্য থেকে অমনোযোগী হওয়া একজন ব্যবসায়ীর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির কারণও যদি হয়, তবুও তা গ্রাহ্য করো না আর জাগতিক লক্ষ লক্ষ টাকার সম্ভাব্য ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে জুমার নামাযের জন্য হাজির হও। কেননা জুমার নামাযে উপস্থিতি এবং জামে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া ও ইমামের খুতবা শোনা তোমাদের ব্যবসা বানিজ্য ও জাগতিক কার্যকলাপ থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গুণ উত্তম। কিন্তু এটি সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে যে এর সঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সঠিক ব্যুৎপত্তির অধিকারী এই সমস্ত ব্যবসা বানিজ্যকে অগ্রাধিকারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রাখবে। এর সাথে আল্লাহ্ তা'লা একথাও বলেছেন যে, জুমার নামাযের পর তোমরা স্বাধীন। নিঃসন্দেহে নিজেদের জাগতিক কাজকর্ম ও ব্যবসা বানিয্যে ব্যস্ত হয়ে পড়। আল্লাহ তা'লা তোমাদের জাগতিক কাজকর্মেও বরকত প্রদান করবেন। কিন্তু এখানে পুনরায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নিজেদের ইবাদতসমূহকে কেবল জুমা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখো না, বরং খোদা তা'লা তোমাদের সব সময় স্মরণে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার যিকরের প্রতি মনোযোগ রাখলে তোমরা পূর্বের চেয়ে অধিক সফলতা লাভ করবে। ধর্মীয়,আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল সফলতা লাভ হবে। আল্লাহ তা'লাকে স্মরণকারীরা যখন আল্লাহকে স্মরণ রাখে , তখন তারা একথাও স্মরণ রাখে যে, জুমার নামাযেরপর আসরের নামাযও পড়তে হবে। কেননা এটিও ফরয নামাযের অন্তর্ভুক্ত। মগরিব ও ইশার নামাযও পড়তে হবে, কেননা এগুলিও ফরয নামাযের অন্তর্ভুক্ত। জাগতিক ব্যবসাবানিয্য বা অন্যান্য আশীর্বাদসমূহ আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ হয়। কাজেই,সফলতা আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং তাঁর ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জুমার প্রতি নিয়মনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ্‌র যিকর ও সঠিক অর্থে তাঁর ইবাদত করার চেষ্টা কেবল রমযান মাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়,বরং যেভাবে এই আয়াতগুলি থেকেও স্পষ্ট যে, প্রত্যেক জুমার জন্য এটি একটি সার্বজনীন আদেশ, এটি বিশেষ আদেশ। সার্বজনীন এবং বিশেষ উভয় মর্যাদাই রাখে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে জুমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জুমার দিন তো ঈদের দিন। এই ঈদ অন্যান্য ঈদের চেয়ে শ্রেয়। কিভাবে শ্রেয়? তিনি বলেন, এই ঈদের জন্য সুরা জুমা রয়েছে, অর্থাৎ সুরা জুমায় জুমা পড়ার জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টিআকর্ষন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি জুমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) এবং এক ইহুদীর কথোপকথন বর্ণনা করেন। যখন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এক ইহুদী বলেছিল, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ঈদের দিন

হিসেবে উদযাপন করে নিতে বা সেই ইহুদী বলেছিল, এই আয়াত যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হত তবে আমরা সেই দিনটি ঈদ উদযাপন করতাম। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন, জুমা তো ঈদই বটে, কেননা এই আয়াত জুমার দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- কিন্তু অনেকেএই ঈদ সম্পর্কে অনবহিত।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯)

যে ঈদ আল্লাহ্ তা'লা প্রতি সপ্তাহে উদযাপন করার আদেশ দিয়েছেন, যে দিন ধর্ম পরিপূর্ণ হওয়ার সংবাদ দান করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করার সুসংবাদ দান করেছেন, সেই দিনটিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না আর মানুষ মনে করে যে, রমযানের শেষ জুমায় বিশেষ মনোযোগ সহকারে হাজির হয়ে সমস্ত জুমারা পুণ্য অর্জন করে ফেলবে। অতএব, অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আমাদেরকে নিজেদের জুমার হেফাযত করতে হবে। যেভাবে রমযানের শেষ জুমাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনুরূপভাবে সারা বছর জুমাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। খোদা তা'লা বলেন, প্রত্যেকে মোমেনকে যদি প্রকৃত মোমেন হতে হয়, তবে এবিষয়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কিন্তু আসলে কি হয়? অনেকেই এবিষয়ের প্রতি মনোযোগই দেয় না। তারা জাগতিক কাজকর্ম এবং ব্যবসাবানিয্যের আগ্রহে জুমা নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের জ্ঞাত থাকা উচিত যে,আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু আছে তা এই সব জাগতিক বিষয়াদি, ধন-সম্পদ এবং আমোদ প্রমোদের চেয়ে অনেক গুণ শ্রেয়। আর আল্লাহ্ তা'লাই হলেন তোমাদের অন্নদাতা। অতএব এটি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক মোমেনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণকারী বিষয়। বিশেষ করে আমরা যারা এই যুগের ইমামকে মানি, তাদের এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলতেন, প্রকৃত মোমিন তো আহমদীরাই, যারা যুগের ইমামকে মান্য করেছে।

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২২-১২৩)

অতএব এই মান্য করা আমাদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করে যে, আমরা যেন নিজেদের আমলও আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষানুসারে পরিচালিত করি আর আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করি। জাগতিক কামনা বাসনা যেন আমাদের কাছে প্রাধান্য না পায়, বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং তা অর্জন করা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা একথা ভূলে যান যে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে কি কারণে মান্য করেছিলাম। তিনি তো খোদা তা'লার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে এসেছিলেন। তিনি তো এজন্য এসেছিলেন যে, সমস্ত অগ্রাধিকারের চেয়ে অধিক ও প্রধান বিষয় যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর প্রীতি লাভ হয়। এমনটি যেন না হয় যে,আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে সেই সময় যাব অর্থাৎ সেই সময় নামায পড়ব, দোয়ার প্রতি মনোযোগী হব যখন দেখব আমাদের জাগতিক কামনা বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না, তাই আমরা নিজেদের কামনা বাসনা পূর্ণ করার তাগিদে আল্লাহ্র সমক্ষে নতজানু হচ্ছি আর আমরা এটিই জানি না যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তা অর্জন করার গুরুত্ব কোথায়, আর আমরা নিজেদের কামনা বাসনা এবং জাগতিক প্রয়োজনাদিকেই গুরুত্ব দিচ্ছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, ' আমি সত্য সত্য বলছি, এটি একটি অনুষ্ঠান যা আল্লাহ্ ত'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য তৈরী করেছেন। ধন্য সেই ব্যক্তি যে এর থেকে উপকৃত হয়। তোমরা যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেছ, এ বিষয়টি নিয়ে মোটেই গর্বিত হয়ো না যে, যা কিছু তোমাদের পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছ। একথা সত্য যে,তোমরা সেই সব অস্বীকারকারীদের তুলনায় সৌভাগ্যবান হওয়ার দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছ, যারা নিজেদের প্রবল প্রত্যাখ্যান ও অসম্মানের দ্বারা খোদার বিরাগভাজন হয়েছে।" অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে। তিনি বলেন, "আর একথাও সত্যি যে, তোমরা সংশয়হীন থেকে খোদার শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার বিষয়ে চিন্তিত হয়েছ। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে, তোমরা সেই প্রস্রবনের নিকটে পৌছেছ যা এই মূহুর্তে খোদা তা'লা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে এই প্রস্রবনের পানি পানে পরিতৃপ্ত হওয়া এখনও তোমাদের বাকি আছে। অতএব, খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে তৌফিক চাও যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। " এত পরিমাণে পান করায় যেন তোমরা পরিতৃপ্ত হও। " কেননা খোদা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। একথা আমি নিশ্চয় জানি যে, যে ব্যক্তি এই প্রস্রবন থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না, কেননা এই পানি জীবনদায়ী আর এটি ধ্বংস হওয়া থেকে এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এই প্রস্রবণ থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় কি? উপায় একটিই, আর তা হল খোদা যে দুটি অধিকার তোমাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেগুলিকে বহাল কর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেগুলি পালন কর। এগুলির মধ্যে একটি হল খোদার অধিকার, আর দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৪-১৮৫)

অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, নিজেদের আমলকে খোদা তা'লার শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর আর আমাকে মান্য করার পর নিজেদের ইবাদতের মানকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে এস। হুকুকুল ইবাদ'-এর মানও উচ্চ কর। আর যদি তা নয়, তবে এভাবে আল্লাহ্ তালার কৃপা সঠিক অর্থে অর্জন করতে পারবে না। সেই প্রস্রবণ থেকে পানি পান করার জন্য নিজেদের অগ্রাধিকারগুলিকে বদলে ফেলতে হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) একবার বলেছিলেন যে,হযরত সাহেব(আ.) অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে একথা বলেছেন যে, এই প্রস্রবণ থেকে পানি পান করা এখনও বাকি আছে, তিনি (রা.) বলেন, আমার মনে এই ধারণা উঁকি দেয়, এর দ্বারা আমাকে সম্বোধন করা হয় নি তো?

(হাকায়েকুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১২৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ (রা.)-এর যে পদমর্যাদা তা আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট,কেননা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে অনেক সম্মানের স্থানে দিয়েছিলেন। যদি তিনি (রা.) এ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন, তবে আমাদেরকে কী পরিমাণে এবং কতটা প্রবলভাবে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত যে, কিভাবে আমরা সেই প্রস্রবণ থেকে পানি পান করার চেষ্টা করব আর কিভাবেই বা আমরা বয়াতকে সার্থক করে তুলব।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা আবশ্যক। এবিষয়টি সামনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত সঠিক অর্থে করেছি। আর আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল ইবাদত । যেরূপ তিনি বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ- অর্থাৎ আর আমরা জিন ও মানুষকে কেবল নিজের ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। অতএব আল্লাহ তা'লা এখানে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি একথা বলেন নি যে, রমযান মাসের শেষ জুমা পড়েই তোমরা আমাদের আদেশ পালন করেছ আর আমার ইবাদতের হক পূর্ণ করেছ, বরং তিনি বলেছেন, এটি একটি স্থায়ী কর্মধারা যা তোমরা নিজেদের জ্ঞান হওয়া থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মূহুর্ত পর্যন্ত সম্পাদন করে যেতে হবে। কাজেই, বছরের একটি জুমাকেই যথেষ্ট মনে করো না, বরং প্রত্যেকটি জুমাই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও জুমা পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, তোমরা জুমা পড়ে আমার অধিকার প্রদানকারী হয়ে গেছ আর নামায পড়ে আমার অধিকার প্রদানকারী হয়ে গেছ যার ফলে আল্লাহ্র কোন উপকার সাধন হয়েছে কিম্বা আমাদের নামায, যিকরে ইলাহি, জুমা ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন তাঁর ছিল,বরং তিনি বলেছেন, যখন তোমরা জুমায় আস,নামায পড়, খুতবা শোন এবং এই সময়ে যিকরে ইলাহি কর, তখন এমনও একটি মূহুর্ত আসে যখন বান্দা আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা দোয়া করে তা তিনি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে 'হারাম' বা নিষিদ্ধ ছাড়া যা কিছু মানুষ যাচনা করে, মানুষ যদি সেই মূহুর্তটি পেয়ে যায়,তবে তিনি সেই দোয়া গ্রহণ করে নেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জুমা, হাদীস: ৮৫২)

সেই সময়, সেই মুহুর্তটি কোন বিশেষ জুমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং প্রত্যেক জুমার জন্য। এছাড়া আঁ হযরত (সা.) আরও এক স্থানে জুমার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উপর জুমার দিন জুমা পড়া বিধিবদ্ধকরা হয়েছে। কিন্তু ব্যধিগ্রস্ত, মুসাফির, মহিলা ও ক্রীতদাসেরা ব্যতিরেকে, কেননা এরা নিরুপায়। তাদের নিজেদের বাধ্যবাধ্যকতা থাকতে পারে। এরপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমোদ প্রমোদ ও ব্যবসাবানিয্যের কারণে জুমা সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন থাকল, আল্লাহ তা'লা তার সঙ্গে ভ্রুক্ষেপহীনতার আচরণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন আর তিনি প্রশাংসার অধিকারী।

(কুনযুল আমাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭২৬, হাদীস: ২১১২০)

আল্লাহ তা'লার কাছে তোমাদের কোন বিষয়ের প্রয়োজন নেই, বরং তিনিই

রসুলের বাণী

নিজের হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

তো দান করেন। আল্লাহ্ তা'লার মোমিনকে দান করা এবিষয়ের দাবি রাখে যে সে যেন তাঁর প্রশংসাকীর্তন করে। এছাড়া আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জুমার দিন পুণ্যের প্রতিদান কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

(কুনযুল আমাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭২৬, হাদীস: ২১১২০)

আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এবং তাঁর আদেশ মান্য করার থেকে বড় আর কোন্ পুণ্য আছে? অতএব, যখন একজন মোমেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর আদেশ পালন করে, তখন সেটি অনেক বড় পুণ্যে পরিণত হয়- যার মধ্যে একটি আদেশ হল জুমার জন্য আসা, নামায ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। আর আল্লাহ্ তা'লা একজন মোমেনকে কতই না পুণ্য দিবেন, সেই মোমেনকে যে পুণ্যকর্ম, ইবাদত ও জুমায় কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অংশ গ্রহণ করে। কোন জাগতিক কামনা বাসনা তার কাছে অগ্রাধিকার পায় না। এছাড়াও অকারণে জুমা ত্যাগ করা সম্পর্কে আঁ হযররত (সা.)-এর এই সতর্ক বাণীও রয়েছে যে, যে-ব্যক্তি অকারণে জুমা ত্যাগ করল, তার আমলনামায় মুনাফিক লেখা হবে।

(কুনযুলআমাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৩০, হাদীস: ২১১৪৪)

এরপর বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা করে পর পর তিন জুমা ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ তা'লা মোহর মেরে দেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস: ১০৫২)

অতএব, এটি অত্যন্ত ভীতির স্থান, কেননা যখন মোহর লেগে যায় তখন পুণ্যের সামর্থ্যও ক্রমশ হারিয়ে যেতে থেকে। এরপর আধমনে নামাযে আসা বা জুমায় আসা হৃদয়ে কপটতা সৃষ্টি করতে থাকে। অতএব অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ এটি, অনেক মনোযোগ প্রয়োজন। একস্থানে তিনি (সা.) বলেছেন, নিয়মিত জুমা পড়তে এস। একজন মানুষ জুমা থেকে পিছিয়ে পড়তে পড়তে অবশেষে জান্নাত থেকে পিছনে থেকে যায়, অথচ সে জান্নাতের যোগ্য হয়ে থাকে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৫২)

অনেক পুণ্যকর্ম তার দ্বারা সম্পাদিত হয় যা তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে পিছনে থেকে যায়। জান্নাত থেকে পিছনে থেকে যায়। কাজেই অসংখ্য স্থানে আঁহযরত (সা.) জুমায় অংশ গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন বরং অকারণে জুমা ত্যাগকারীদেরকে সতর্কও করেছেন। কোন একটি স্থানেও একথা বলেন নি যে, রমযানের শেষ জুমা পড়লে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু যেরূপ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি (সা.) একথা অবশ্যই বলেছেন, ব্যবসা বানিয্য ও আমোদ প্রমোদ ও জাগতিক কর্মব্যস্ততার কারণে জুমা ত্যাগকারী এবং জুমা পড়ার ক্ষেত্রে ভ্রুক্ষেপহীনদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লাও ভ্রুক্ষেপহীনতার আচরণ করেন। আর কেবল জুমায় যথেষ্ট নয়,বরং আঁ হযরত (সা.) বলেছেন সঠিক অর্থে ইবাদত করা একজন মোমেনের লক্ষন। বলা হয়েছে যে,সঠিক অর্থে ইবাদত সেই ব্যক্তিই করে যে এক নামায থেকে পরের নামাযের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে,অপেক্ষা করে থাকে। অনুরূপে এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযানের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে, অপেক্ষা করে। তারা জাগতিক কামনা বাসনা এবং কাজকর্মের কারণে জুমা এবং নামায নষ্ট করে না। অতএব, আমাদের নিজেদের ইবাদত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার। নিজেদের অগ্রাধিকারকে সঠিক পথে নিয়ে আসা দরকার। আল্লাহ্ তা'লাকে অর্জন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। আর আল্লাহ তা'লাকে অর্জন করার জন্য সেই মর্যাদা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা জরুরী, কেবল মুখে বলে দিলেই তা অর্জিত হয়ে যায় না।

কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি তবে বুঝতে পারব যে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মর্যাদা,তাঁর মহিমা সম্পর্কে আমাদের কর্মধারা সঠিক অর্থে পরিচিত নয়। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা এমন নয় যে আমরা বলতে পারি যে এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে,বরং আমাদের দোয়াও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে। যদি তা খোদা তা'লাকে পাওয়ার জন্য হয়, তবে তার মধ্যে স্থায়ীত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের হৃদয় কেবল জুমারা জন্য নয়, বরং পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্যও মসজিদের সঙ্গে জুড়ে থাকে, কিন্তু যেরূপ আমি বলেছি, আমরা সত্যিই এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখি না। আমরা অস্থায়ী এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। অপরদিকে স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকারের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থান দিই। নামায ও জুমা আমরা ছেড়ে দিই আর নিজেদের অস্থায়ী ও ক্ষণিকের লাভের জন্য বলে দি্ই, আল্লাহ্ তা'লার কাছে পরে ক্ষমা চেয়ে নিব। তিনি ক্ষমা করে দিবেন। এতে কিছু আসে যায় না। এই জাগতিক কাজটি তো করে নাও। একজন ব্যবসায়ী বলে, পাছে এই গ্রাহকটি হাত থেকে চলে না যায়। কে জানে এমন গ্রাহক পরে আর পাওয়া যাবে কি না। যদি নিজের কাজের জন্য কোন আধিকারিকের কাছে গিয়ে থাকেন আর সেই আধিকারিককে সেই সময় সন্তুষ্ট না করে যখন কিনা তার মেজাজ ভাল আছে আর তাকে যদি সেই সময় বলে দেওয়া হয় যে আমার নামাযের সময় হয়েছে, জুমার সময় হয়েছে, আমি নামায বা জুমার জন্য যাচ্ছি, তখন সেই আধিকারিক পাছে ক্ষুন্ন না হয়ে বসে আর তার থেকে উপকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ি- মানুষের মনে যদি এমন ধারণা জন্ম নেয়, তবে অগ্রাধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাগতিকতা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার অগ্রাধিকারের উপর প্রাধান্য পাচ্ছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক কামনা বাসনা রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার সামনে অগ্রাধিকারের দ্বিতীয় স্থানে থাকার পরিবর্তে প্রথম স্থানে চলে আসে। আল্লাহ্ তা'লা পিছনে চলে যান আর জাগতিক কামনা বাসনা উপরে চলে আসে। তখন আমরা ভুলে যাই যে, আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় এবং তাঁর আদেশাবলীকে জাগতিক কামনা বাসনার পিছনে রাখি, তবে যেমনটি আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন উদ্বেগহীন ব্যক্তিকে কোনওভাবে গ্রাহ্য করবে না। আর জান্নাতের যোগ্য হওয়া সত্ত্বে সেই উদাসীনতার কারণে এমন ব্যক্তি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। অতএব, একজন মোমেনের কাজ হল, সবসময় এবিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা যে, আমার কাজকর্ম ও ব্যবসাবানিয্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহেই বরকতমণ্ডিত হতে পারে। আর যখন তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই বরকতমণ্ডিত হবে, তবে আমি প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের চেষ্টা কেন করব না। অতএব এই নীতিকে প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার। আমরা একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হই, তবে আমাদের মসজিদগুলি রমযান মাস ছাড়া পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সময়ও নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকবে। জুমার সময়েও পরিপূর্ণ থাকবে, বরং নামাযীদের জন্য মসজিদ ছোট হয়ে যাবে। আর এটিই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য। তিনি (আ.) মানুষকে খোদার নৈকট্য প্রদানের জন্য আবির্ভুত হয়েছিলেন। আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য এটিই যে, আমরা যেন নিজেদেরকে খোদার নিকটে নিয়ে আসি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তাঁর প্রকৃত বান্দা হই, আমাদের নামায, জুমা, রোযা এবং ঈদও যেন খোদার নৈকট্য প্রদানের জন্য হয়। প্রতি বছর রমযানের রোযা আল্লাহ্ তা'লা এজন্য নির্ধারণ করেছেন যে, এক মাসের বিশেষ মনোযোগের কারণে মোমেন যেন নিজের পুণ্য ও ইবাদতের মান উঁচু করে এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এবং এরপর পরবর্তী রমযানে যেন তার পরের পদক্ষেপ ও গন্তব্য নির্ধারিত হয়।

পুনরায় পূর্বের স্থানে যেন ফিরে না আসে। রমযানের পরেও যেন আমাদের সেই পূর্বের অবস্থাই বিরাজ না করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে একথাই বলেছেন যে, যদি আমাদের আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম না হয়, তবে আমরা প্রকৃত মোমেন নই।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৮)

অতএব, জুমাকে বিদায় জানানোর জন্য আজ আমরা এখানে একত্রিত হই নি, বরং নিজেদের পুণ্যকর্ম, ইবাদত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগামী পদক্ষেপকে আরও সুদৃঢ় করতে এবং এর জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি। আর আজ আমাদের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা এখন থেকে ভবিষ্যতে খোদা তা'লার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর উন্নত করতে থাকব। ইনশা আল্লাহ॥ এই অঙ্গীকার ও দোয়া তখনই হতে পারে যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের গুরুত্বও উপলব্ধি করব। যদি সেই বস্তুর মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লাকে প্রকৃতই সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির উৎস এবং সকল কাজের সর্বোত্তম পরিণাম সৃষ্টিকারী বলে বিশ্বাস করা হয়, অথচ ক্রীড়া কৌতুক এবং জাগতিক ব্যবসা বানিজ্যের মূল্য ও গুরুত্ব আল্লাহ্র মূল্য ও গুরুত্ব থেকে বেশি হয়ে যায়, তবে তাদের উপমা সেই শিশুদের ন্যায় যারা হিরের মূল্য বোঝে না। কোথাও কোন হিরের টুকরো পেয়ে গেলে সেটিকে কাঁচের গুলতি মনে করে আর বাচ্চাদের গুলতি নিয়ে যে একটি খেলা রয়েছে, একে অপরের দিকে গুলতি নিক্ষেপ করার, যার কাছে বেশি গুলতি চলে আসে সে জিতে যায়। তারা সেই হিরের টুকরো গুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সম্ভবত হজ্জের যাত্রাকালে যখন আমি মুম্বাইয়ে জাহাযের অপেক্ষায় ছিলাম, সেই যুগে জলজাহাযে যাত্রা করা হত। তিনি বলেন, সেই সময় সেখানে এক ভদ্রলোক আমার কাছে বলে, কিছু দিন পূর্বে একজন রত্নাকার বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় তার হিরেগুলি রাস্তায় পড়ে যায়। সম্ভবত একশ পাঁচটি হিরে ছিল। যেগুলির মধ্যে কিছু ছোট ছোট আর কিছু বড় বড় হিরে ছিল। সে পুলিসের প্রধান অফিসে সংবাদ দেয় যারা আরও অন্যান্য থানায় সংবাদ পৌঁছে দেয় যেন বিষয়টির উপর নজর রাখা হয় এবং তল্লাশি চালানো হয়। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি হিরে নিয়ে থানায় এসে বলে, 'আমি কয়েকজন ছেলেকে এগুলি নিয়ে খেলতে দেখেছিলাম। তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা

করা হলে সে বলে, 'আমি মনে করেছিলাম কাঁচের গুলতি, যেগুলি আমি কাগজে মোড়া অবস্থায় পেয়েছিলাম।' যাইহোক সেই ছেলেটি সেগুলি পড়ে থাকতে দেখে আর গুলতি মনে খেলতে আরম্ভ করে, যেভাবে বাচ্চারা খেলা করে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল বাকি গুলতি গুলি কোথায়? সে উত্তর দিল, পাড়ার ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছে। যদিও সেগুলি কয়েক লক্ষ টাকার হিরে ছিল। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে সেগুলির কি মূল্য থাকতে পারত? তারা কাঁচের গুলতির ভেবে সেগুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এরপর লিখেছেন, তার পিতা যদি সেগুলি পেত তবে হয়তো লুকিয়ে নিয়ে বেড়াতো বা শহর ছেড়ে চলে যেত আর অন্য কোন শহরে গিয়ে বিক্রি করে দিত। কিন্তু শিশুর নজরে তার কোন মূল্য ছিল না। সে সেটিকে কাঁচের গুলতি মনে করে ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে বেড়াচ্ছিল। যদি মিষ্টির গুলি সে পেত, তবে সেইরূপ সমান আনন্দে সেগুলিকে বিতরণ করত না যেভাবে সে এগুলি বিতরণ করেছিল। ছেলেরা যখন তার কাছে গুলতি চাইত তখন সে হয়তো বলতো আমার কাছে একশ পাঁচটি গুলতি আছে। এতগুলি গুলতি নিয়ে আমি কি করব? তোমরাও কয়েকটি নিয়ে নাও। এই বলে সে হয়তো তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিত। কিন্তু যদি মিষ্টি গুলি পেত, তবে সে কখনো ছেলেদেরকে সেইভাবে দিতে না আর বলত, 'আমি এগুলি নিজে খাব।' তাই তার কাছে মিষ্টি গুলির মূল্য বেশি ছিল আর সেগুলি বেশি কাজের জিনিস ছিল। আর তার কাছে কাঁচের গুলতি গুলির কোন মূল্য ছিল না।

অনুরূপভাবে আরও একটি কাহিনী তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তার খাদ্য একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি সে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিল। জীবন রক্ষার কোন উপায় চোখে পড়ছিল না। সে পথের উপর একটি থলে পড়ে থাকতে দেখল। সে পরম আগ্রহে থলেটি কুড়িয়ে নিল, এই আশায় যে হয়তো এর মধ্যে কিছু ভাজা শস্য দানা বা খাওয়ার কোনও জিনিস থাকবে। সে ব্যকুল হয়ে সেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ছুরি দিয়ে সেটি খুলে ফেলে দেখল তাতে মুক্তো রয়েছে। সে অত্যন্ত অনীহাসহকারে সেটিকে ছুড়ে ফেলে দিল। সেই মূহুর্তে তার কাছে এই মুক্তোগুলির তুলনায় এক মুঠো শস্যদানা বা রুটির টুকরো বেশি মূল্যবান ছিল। কাজেই বস্তুর মূল্য তার প্রয়োজন ও সেটির সম্পর্কে জ্ঞান অনুসারে নির্ধারিত হয়। কিছু মানুষ নিজের চিন্তাধারা এবং প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্ব দেখে, তুচ্ছ বস্তুর সন্ধানে বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বস্তুকে উপেক্ষা করে বসে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৯৫, প্রদত্ত ৩রা নভেম্বর, ১৯৩৯)

জাগতিক কামনা বাসনা পূর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিপরীতেও এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা এই ধরণের আচরণ করে থাকে আর তাদের দোয়া প্রার্থনার অগ্রাধিকারেও এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। সঠিক জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে পিছনে রেখে দেয় আর তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মানুষ নিজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দোয়া চাওয়ার অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে এক চমৎকার যুক্তি বর্ণনা করেছেন। তাঁর যুক্তিটি উপস্থাপন করার পূর্বে আমিও বলে দিতে চাই যে, আমাকেও লোকে দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলে, আমরা অনেক দোয়া করি, অত্যন্ত বেদনাতুর হয়ে দোয়া করি, কিন্তু আমাদের দোয়া কবুল হয় না। যাইহোক আমি তাদেরকে উত্তর দিয়ে। আমার উত্তর সেই আয়াত অনুসারে হয়ে থাকে যার বিশদ বর্ণনা আমি রমযানের প্রথম খুতবায় দিয়েছিলাম যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'আমি আমার বান্দাদের নিকটে অবস্থান করি আর তাদের দোয়া শুনি। তিনি বলেন- **'উজিবু দাওয়াতিদ দায়ী ইযা দায়ানী'**। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা) এই আয়াতের প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন- এখানে দাওয়াতাদ দায়ী' শব্দ বন্ধনে প্রত্যেক প্রার্থনকারী বা আহ্বানকারীকে বোঝানো হয়নি। বরং সেই বিশেষ প্রার্থনাকারীকে বোঝানো হয়েছে যারা দিনে আল্লাহ্ তা'লার কারণে রোযা রাখে, ফরয নামায পড়ে, যিকরে ইলাহি করে,নিজেদের নামায ও জুমার হেফাযত করে আর রাত্রিকালে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকে। নিঃসন্দেহে আদদায়ী' শব্দের অর্থ আহ্বানকারীও হতে পারে, কিন্তু এখানে যেহেতু রমযান সম্পর্কে কথা হচ্ছে, তাই এখানে সেই সমস্ত মানুষকে বোঝানো হয়েছে যারা নিজেদের ইবাদত বিশেষভাবে আল্লাহ্র জন্য করে আর আল্লাহ্ তা'লার একনিষ্ঠ ইবাদতকারীরা নিজেদের ইবাদতকে কেবল রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তাদের ইবাদত সারা বছর জুড়ে হয়ে থাকে। এরা জাগতিক কামনা বাসনার জন্য দোয়া করে না, বরং আল্লাহ্ তা'লাকে চাওয়ার জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সমস্ত কিছু ভুলে কেবল আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য দোয়া করলে আমি তাদের দোয়া অবশ্যই শুনি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এটিই আদদায়ীর পরিভাষা নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ এটিই যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা আমাকে লাভ করার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي অর্থাৎ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে আমি কোথায়? আমাকে তারা পেতে চায়। অন্ন যাচনা করে না। কর্মসংস্থান চায় না বা অন্য কোন জাগতিক কামনা বাসনা নিয়ে আসে না। তাদের প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ কোথায়, তারা আল্লাহর সাক্ষাত লাভ চায়। তিনি বলেন, তারা আমার সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যকুল হয়ে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হই। তিনি একথা বলেন নি যে, যারা কর্মসংস্থান, অন্ন সংস্থান, সম্পদ বা বিবাহের জন্য পাত্র-পাত্রী চায় তাদের কথা অবশ্যই শুনি। আর সচরাচর এটিই দেখা যায় যে, এই জিনিসগুলি চেয়ে যারা দোয়া করে, তারাই বলে যে, আমরা আকুল হয়ে দোয়া করেছি, কিন্তু আমাদের দোয়া শোনা হয়নি। এই সমস্ত বিষয় যাচনাকারীরা অস্থায়ী ইবাদতকারী হয়ে থাকে। তারা ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের ইবাদত, দোয়া ও নামাযে মনোযোগ দেয়, যতক্ষণ তাদের কোন একটি বিষয়ের তাগিদ থাকে। তাদের ব্যকুলতা অস্থায়ী হয়ে থাকে। অনেকে (পত্রে) লেখে,আমরা এভাবে বেদনাতুর হৃদয়ে দোয়া করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শোনেন নি। আল্লাহ্ তা'লা একথা তো বলেন নি যে, আমি তোমাদের সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনা পূর্ণ করব আর সমস্ত দোয়াই শুনব। তবে যদি পবিত্র পরিবর্তন এনে আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার এবং তাঁর সাক্ষাতলাভের জন্য ব্যকুল হয়ে দোয়া করে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তবে আমি তার দোয়া অবশ্যই শুনব আর তার বন্ধু হযে পাশে দাঁড়াব। তার আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করব। তার শত্রুদের মোকাবেলা করব। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, কিছু নিবন্ধের অন্তর্নিহিত ভাব লেখনীর ভাষায় ফুটে ওঠে না, অপ্রকাশিত থেকে যায়। এখানেও অনুরূপ অবস্থা। এখানে 'আদদায়ী' -এর অর্থ কেবল আহ্বানকারী নয়, বরং খোদাকে আহ্বানকারী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন আমার বান্দা আমার দিকে দৌড়ে আসে, তখন তাদের মধ্যে এক ব্যকুলতা ও প্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তারা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, আমার খোদা কোথায়? তাদেরকে বলে দাও, আমি আহ্বানকারী আহ্বনাকে প্রত্যাখ্যান করি, বরং অবশ্যই তার দোয়া শুনে থাকি।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২০, পৃ: ৫০০-৫০১, প্রদত্ত, ৩রা নভেম্বর, ১৯৩৯)

জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে মানুষ দোয়া করে। সেগুলি কবুল না হলে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে হতাশ হয়ে যায়। যেরূপ আমি বর্ণনা করেছি। যেমন চাকরী সন্ধানকারী। অনেকে চাকরীর জন্য আবেদন করে। একজন অপরজনের চেয়ে যোগ্য হলে সে চাকরী পেয়ে যায়। যদি কেউ বলে, অনেক ব্যকুল হয়ে দোয়া করেছি, তবে হতে পারে অন্যরাও ব্যকুল হয়ে দোয়া করেছে আর এই কারণে চাকরী পেয়ে গেছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাই যেখানে জাগতিক বস্তুসমূহ সীমিত, যেমন চাকরী একটি, দুটি বা কয়েকটিই হতে পারে এর বেশি তো নয়। অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য বিষয় সীমিত। দু-একটি বা কয়েকটিই হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অসীম ও অনন্ত। তাঁর কোন সীমা নেই। আমরা যখন খোদাতা'লার কাছে চাই তখন তা প্রত্যেকে পেতে পারে। তবে শর্ত হল ব্যকুলতাও যেন থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমলও যেন থাকে। একথায় আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তোমরাও আমার কথা মেনে চল। আল্লাহ তা'লার উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মানও যেন থাকে। হিরেকে সনাক্ত যেন করতে পার, কাঁচের গুলতি মনে করো না। যখন এবিষয়গুলি সংযুক্ত হয় তখনই আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়া যায়। আর যে আল্লাহ্কে পেয়ে যায় তার পায়ে পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত লুটিয়ে পড়ে। অতএব, বান্দার কাজ হল আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি কথা মেনে চলা। বছরের একটি মাসকেই সে যেন ইবাদতের জন্য যথেষ্ট না মনে করে বসে বা রমযানের শেষ জুমাকেই দোয়া গ্রহণীয়াতার একমাত্র মাধ্যম মনে না করে বসে। আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার উপর পূর্ণ আস্থা রাখি আর তাঁর সঙ্গে কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ না করি তবে আমরা প্রকৃত হেদায়াতলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

যুগ ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক সত্তায় পরিণত হও, ততক্ষন বলা যেতে পারে না যে তোমরা আত্মশুদ্ধি করেছ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

‘ আল্লাহ্ যাদের বন্ধু হয়ে যান, তিনি তাদের সমস্ত চাহিদাবলী পুরণ করে দেন। এটিই আল্লাহ তা’লার প্রতিশ্রুতি’।

অতএব, আমরা যেহেতু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করেছি, কাজেই আমাদের দায়িত্ব হল নিজেদের ইবাদতের মানকে উঁচু করা। যে মান পর্যন্ত আমরা এই রমযান মাসে পৌছেছি বা পৌছনোর চেষ্টা করেছি, তার নীচে নিজেদেরকে নেমে যেতে দিবেন না। নিজেদের নামাযের মানকে ক্রমশ উন্নত করতে থাকুন। জুমায় উপস্থিত হওয়া বজায় রাখুন। আল্লাহ্ তা’লার আদেশাবলী মান্যকারী হন। সেই বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, যারা আল্লাহ্র কাছে কেবল আল্লাহকে চায়। অর্থাৎ সেই দোয়ার চেষ্টা থাকা উচিত, সব সময় এই দোয়া করতে থাকুন যে, আমরা যেন আল্লাহকে পাই। আমাদের নামায, ইবাদতসমূহ যেন আল্লাহ্ তা’লার সাক্ষাতলাভকারী নামায ও ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এই মানগুলি অর্জন করার তৌফিক দান করতে থাকুন।

****

২ য় পাতার পর শেষাংশ.....

তাই হবে।

এক সাংবাদিক বলেন, আহমদীয়া জামাতকে এখানে এবং বাকি বিশ্বে কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান যুগে মানুষ নিজের স্রষ্টাকে ক্রমে ভুলে যাচ্ছে। আমরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা বলেছিলেন, আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছি। প্রথম উদ্দেশ্য হল মানুষ নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন অপর মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান থাকে। তাই এখানে এবং বাকি বিশ্বে আমাদের চ্যালেঞ্জ বলতে এই দুটো উদ্দেশ্যকেই বলতে হবে।

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেন যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বার্তা দিবেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার বার্তা হল, আমাদেরকে মিলেমিশে থাকতে হবে। ধর্মের বিষয়টি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ইসলাম এবং কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে যে ধর্মে কোন বল-প্রয়োগ নেই। কাজেই আল্লাহ্ তা’লা যেখানে বলেছেন যে, ধর্মে কোন বল-প্রয়োগ নেই, সেখানে মানুষ হিসেবে আমাদেরকে মিলেমিশে থাকা উচিত। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের প্রচার হওয়া উচিত।

এক মহিলা সাংবাদিক বলেন, আপনি আগামি কয়েক দশকে আমেরিকায় আহমদীয় মুসলিম জামাতেরর কি উন্নতি হতে দেখছেন? এর উত্তরে হুযুরআনোয়ার বলেন:আমরা তো সব সময় আশায় পরিপূর্ণ থাকি। ধর্মীয় জামাতগুলি অত্যন্ত ধীর গতিতে উন্নতি করে। যেরূপ আমি বলেছি, অবশেষে আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে তার স্রষ্টার অধিকার এবং মানুষের পরস্পরের অধিকার প্রদানের দিকে নিয়ে আসা। এটি এমনটি একটি বার্তা যা কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বার্তা গ্রহণকারী মানুষদের জন্য কিছু বাধাবিপত্তিও আছে। তথাপি এই বার্তা ব্যাপকহারে এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, এটি আজ বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে।

ফিলাডেলফিয়ায় ‘বায়তুল আফিয়াত’ মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় মুবাল্লিগ সাহেব আব্দুল্লাহ্ ডিবা সাহেব। এরপর ইংরেজিতে এর অনুবাদ উপস্থাপিত হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র জামাতের উমুরে খারেজার সেক্রেটারী আমজদ মাহমুদ সাহেব পরিচিতিমূলক ভাষন রাখেন।

এরপর ফিলোডেলফিয়ার সম্মানীয় মেয়র জেমস কেনি সাহেব নিজের ভাষণ রাখেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ‘আস সালামো আলাইকুম’ বলেন। তিনি বলেন: আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আহুত হয়ে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জামাত আহমদীয়ার ভব্য মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগদান করে নিজেকে গর্বিত বলে মনে হচ্ছে। এছাড়াও জামাতের্ ইমামাকে অভিবাদন জানানোও আমার জন্য আনন্দের কারণ।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

বীরভূম জেলা মজলিস লাজনা ইমাউল্লাহ্ ও নাসেরাতুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল

আল হামদোলিল্লাহি। এবছর ১৮-১৯শে জুন ২০১৯ বীরভূম জেলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া তাদের বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজনের তৌফিক লাভ করল। ১৮ই জুন সকাল ১০ টায় এই অধমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া রওশনারা খাতুন সাহেবা এবং মুনয়েমা খাতুন সাহেবা। তিলাওয়াত ও শপথবাক্য পাঠ এবং নযম পরিবেশনের পর জেলা ইনচার্জ মাাননীয় মহম্মদ আলী সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে মায়েদের দায়িত্বাবলীর উপর আলোকপাত করেন। সবশেষে সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং সন্তান লালন-পালন বিষয়ের উপর এই অধমের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়ে দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর লাজনা ও নাসেরাতদের মধ্যে জ্ঞানমূলক ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতার শেষে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এরপর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ইজতেমা আয়োজনের পূর্বের দিন রাত্রি ৮:৩০টায় বিভিন্ন মজলিস থেকে আসা লাজনা সদর ও সেক্রেটারীদের নিয়ে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং-এ যথা সময়ে মাসিক রিপোর্ট পাঠানো এবং মেম্বারশিপ চাঁদা প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জেলার বিভিন্ন মজলিস থেকে মোাট ১২০ জন লাজনা নাসেরাত এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইজতেমার সফল আয়োজনে ভূমিকা পালনকারী মুয়াল্লিমীন, লাজনা সদরগণ ছাড়াও আর যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যেকোনও রূপে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন আর এই ইজতেমার উত্তম পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন

সংবাদদাতা: সারমিনা খাতুন, সদর লাজনা, বীরভূম।

বীরভূম জেলা মজলিস আনসারুল্লাহ্র বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল

আল হামদোলিল্লাহি। এবছর ১৬ই জুন ২০১৯ বীরভূম জেলা আনসারল্লাহ্ তাদের বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজনের তৌফিক লাভ করল। ১৬ই জুন সকাল ৯:৩০ টায় জেলা আমীর হেলাল খান সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও আনসারুল্লাহ্ ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় আবু তাহের মণ্ডল সাহেব, এবং প্রাক্তন জেলা আমীর বীরভূম মাননীয় শামসের আলি সাহেব। তিলাওয়াত ও শপথবাক্য পাঠ এবং নযম পরিবেশনের পর মাননীয় আবু তাহের মণ্ডল সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে পদাধিকারীগণের আনুগত্য এবং খিলাফতের প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সবশেষে সভাপতি মহাশয় ভাষণ দান করার পর দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন সমাপ্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আনসারদের মধ্যে জ্ঞানমূলক ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতার শেষে আনসারুল্লাহ্ ভারতের প্রতিনিধি জনাব আবু তাহের মণ্ডল সাহেব এবং মুবাল্লিগ ইনচার্য বীরভুম জনাব মহম্মদ আলি সাহেব বিশিষ্ট স্থানাধিকারী প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ইজতেমায় জেলার ২২ টি মজলিস থেকে মোাট ৮০ জন আনসার অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতিথিদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইজতেমার সফল আয়োজনে ভূমিকা পালনকারী মুয়াল্লিমীন, ও যয়ীমগণকে আল্লাহ্ তা’লা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন আর এই ইজতেমার উত্তম পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন

সংবাদদাতা:মহম্মদ মুজীবুর রহমান,নাযিম আনসার বীরভূম।

ইমামের বাণী

“সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।”

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Amir Jalpaiguri District

জুমআর খুতবা

হে যায়েদ! তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার থেকে,আমার পক্ষ থেকে আর তুমি আমার কাছে সবার চাইতে প্রিয়।

“হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আমি কাউকে কখনও আপনার উপর প্রাধান্য দিব না।”

যে ভালবাসা ও নিষ্ঠা আমি আঁ হযরত (সা.)-এর মাঝে দেখেছি, সেই কারণে তিনি আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক, হযরত আকিল বিন বুকায়ের এবং হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন-এর জীবনীর আলোকপাত।

উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদীজা (রা.)-এর নবী করীম (সা.)-এর প্রত পাগলপারা ভালবাসা এবং তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্টের উল্লেখ ও রাজীর ঘটনার বিবরণ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৭ই জুন, , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৭ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

(সূরা আন্ নূর: ৫২-৫৮)

আজ থেকে পুনরায় বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। আজ যে সকল সাহাবাগণের স্মৃতিচারণ হবে তাদের মধ্যে প্রথম নাম হল হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক। আল্লামা জুহরী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক যাফারি (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উরওয়াহ তাঁর নাম বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক বালাবি যিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন। অনেকে বলেছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিনতারিক বালাবি আনসারদের যাফারি গোত্রের মিত্র ছিলেন। ইবনে হিশামের মতে তিনি বালি গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং বনু আব্দেবিন রিযাহর মিত্র ছিলেন। হযরত মুয়াত্তিব (রা.) বিন উবাইদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক (রা.)-এর বৈমাতৃয় ভাই ছিলেন অর্থাৎ পিতার পক্ষ থেকে আপন ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক (রা.)-এর মাতা বনু উযরাহ শাখা বনু কাহিল গোত্রের সদস্যা ছিলেলন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক এবং হযরত মুয়াত্তিব বিন উবায়েদ (রা.) বদর ও ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ‘রাজি-’র ঘটনার দিন দুই ভাই শাহাদত লাভের সৌভাগ্য পান। হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক সেই ছয়জন সাহাবাদের একজন ছিলেন যাদেরকে রসুলুল্লাহ (সা.) ৩রা হিজরির শেষের দিকে গাযা এবং কারা গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তাদেরকে ধর্ম শেখাতে পারে এবং কুরআন করীম এবং ইসলামি বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। কোন কোন রেওয়াতে সেই সাহাবাগণের সংখ্যা দশ জন ছিল, যাদের মধ্যে অন্যতম হল বুখারীর রেওয়ায়েত। এই সাহাবাগণ রাজি নামক স্থানে যখন পৌঁছল, যেটি হিজায -এ একটি ঝর্ণা যা হুযায়েল গোত্রের মালিকানাধীন ছিল, হুযায়েল গোত্রের লোকেরা চক্রান্ত করে এই সাহাবাদেরকে ঘিরে ফেলে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদেরকে হত্যা করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে সাতজন সাহাবা হলেন-

হযর আসিম বিন সাবিত, হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ, হযরত খুবায়েব বিন আদি, হযরত খালিদবিন বুকায়ের,হযরত যায়েদ বিন দাসেনা, হযরত আব্দুল্লাহ বিন তরিক এবং হযরত মুয়াত্তিব বিন উবায়েদ রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন। এদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারিক এবং হযরত যায়েদ আত্মসমর্পণ করলে কাফেররা তাদের বন্দী বানিয়ে মক্কার অভিমুখে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। তারা যখন যাহরান নামক স্থানে (যাহরান হল মক্কা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা) পৌঁছল,তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক দড়ি দিয়ে বাঁধা তাঁর হাত খুলে ফেলেন এবং নিজের তরবারি হাতে নিয়ে নেন। এমন পরিস্থিতি দেখে মুশরিকরা পিছু হটে, কিন্তু তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে মারতে থাকে। এইভাবে তিনি শহীদ হয়ে যান। যাহরানে তাঁর কবর রয়েছে। রাজীর ঘটনা হিজরতের ৩৬ মাস পরে ঘটেছিল। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০১) (উসদুল গাবা,৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪-২৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৩) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭, দারুলকুতুবুল ইলমিয়া, ১৯০০) (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস- ৩০৪৫) (মুয়াজামিল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৭, দার আহইয়াতুরাসুল আরাবি, বেরুত)

হযরত হুস্সান বিন সাবিত তাঁর কবিতায় এই সাহাবাদের স্মৃতিচারণ করে লেখেন-

প্রথম পঙক্তিটির অনুবাদ হল-হযরত ইবনে দাসেনা এবং হযরত ইবনে তারিক (রা.) সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন যাদের সঙ্গে সেই স্থানে মিলিত হয়েছিল যেখানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এর পর এর প্রথম প্রথম পঙক্তিটি তাঁর নযম থেকে নেওয়া যেখানে তিনি বলছেন, উপাস্য খোদা তাদের উপর করুণা বর্ষণ করেছেন যে কারণে রাজির যুদ্ধের দিন তাঁরা একের পর এক শহীদ হয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯২৮-৯২৯, দারুল জিল, বেরুত, ১৯৯২)

রাজীর ঘটনা সম্পর্কে পূর্বে কয়েকজন সাহাবার স্মৃতিচারণায় বর্ণনা করা হয়েছে। কিছুটা এখানেও বর্ণনা করা হল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ এর যে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

আঁ হযরত (সা.) -এর উপর কাফেররা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করেছিল। তাদের অশুভ চক্রান্ত সম্পর্কে অত্যন্ত ভয়াবহ তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল। অপরদিকে ওহদের যুদ্ধের কারণে কাফেরদের দুঃসাহস ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের আস্ফালনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের পক্ষ থেকে অনেক বেশি বিপদ ঠাহর হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে আঁ হযরত (সা.) ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে দশজন সাহাবা সম্বলিত একটি দল গঠন করে আসিম বিন সাবিতকে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে এই আদেশ দেন যে, তারা যেন চুপি সারে মক্কার নিকটে গিয়ে কুরায়েশদের হালহকিকত সম্পর্কে খবর নিয়ে আসে আর তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে জ্ঞাত হয় আর তাদের গতিবিধি সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)কে অবগত করে। কিন্তু এই দলটি রওনা হওয়ার পূর্বেই গাযাল ও কারা গোত্রের কিছু মানুষ আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, আমাদের গোত্রে অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। কাজেই,আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মানুষ পাঠিয়ে দিন যারা আমাদেরকে ইসলাম শেখাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দান করবে, যাতে আমরা মুসলমান হতে পারি। আঁ হযরত (সা.) তাদের বাসনার কথা জেনে সেই অনুসন্ধানী দলটিকেই মক্কা পাঠানোর পরিবর্তে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই লোকগুলি মিথ্যাবাদী ছিল। বানু লাইহান গোত্রের প্ররোচনায় এরা মদিনা এসেছিল। এরা ঐ সব লোকের কথায় মক্কা এসেছিল যারা তাদের সর্দার সুফিয়ান বিন খালিদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল যে, এই ছুতোয় কিছু মুসলমান মদিনা থেকে বের হলেই তাদের উপর আক্রমণ করা হবে। এরজন্য বনু লাইহান প্রতিদানে গাযাল ও কারা গোত্রের লোকেদের অনেকগুলি উট পুরস্কার হিসেবে ধার্য করেছিল। গাযাল ও কারার এই বিশ্বাসঘাতক মানুষগুলি উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন তারা বনু লাইহান গোপনে সংবাদ প্রেরণ করে যে, মুসলমানেরা আমাদের সঙেগ আসছে। তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসে পড়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই বনু লাইহান

যুগ ইমামের বাণী

“তোমাদের আদর্শ সেই সমস্ত মানুষ যাদের জন্য আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, কোন ব্যবসা ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর থেকে বাধা দেয় না।”

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

গোত্রের দুইশতত যুবক, যাদের মধ্যে একশত তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের পিছু নিতে বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাদের ডাকে সেখানে পৌঁছে যায় আর রাজী নামক স্থানে তাদের মুখোমুখি হয়।

দশজন মুসলমান ছিল, কিছু রেওয়ায়েতে সাত জন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা অস্ত্রসজ্জিত দুইশত সৈন্যদের অর্থাৎ কাফেরদের মোকাবেলা কিভাবে করতে পারতেন? কিন্তু আল্লাহ তা'লার কৃপায় সেই মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী উদ্দীপনা ছিল, আত্মসমর্পণ করা তাদের ধাতে ছিল না। তারা তাৎক্ষনিকভাবে কৌশল হিসেবে নিকটস্থ উঁচ টিলা চড়ে যান যাতে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। সেই কাফেরদের জন্য যেহেতু ধোঁকা দেওয়া দোষের কিছু ছিল না,তাই তারা তাদেরকে হেঁকে বলল, তোমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে এস, পাকা কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে হত্যা করব না। আসিম (রা.) উত্তর দিলেন, তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করা যায় না। আমরা তোমাদের এই অভয়বাণী শুনে নীচে নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, হে খোদা! তুমি আমাদের অবস্থার সাক্ষী রইলে। তোমার রসুলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দিও। যাইহোক আসিম ও তাঁর সঙ্গীরা মেকাবিলা করে অবশেষে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। এই সাত সাহাবা যখন শহীদ হলেন আর কেবল খুবায়েব বিন আদি (রা.) যায়েদ বিন দাসেনা (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন তারিক (রা.) জীবিত রইলেন, তখন কাফেররা তাদেরকে জীবিত বন্দী বানাতে চাইল। এরপর তারা হেঁকে বলল এখনও নীচে নেমে এস, আমরা কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোন কষ্ট দিব না। এবার তাদের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস করল আর তাদের সেই ফাঁদে পা দিয়ে নীচে নেমে এল। কিন্তু নিচে নেমে আসতেই কুফফাররা তীর ও কামানের রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। তা দেখে খুবায়েব (রা.) এবং যায়েদ (রা.) এবং আব্দুল্লাহ বিন তারিক (রা.) ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তারা উচ্চস্বরে বলেন, এটি তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা। তোমরা পুনরায় আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, জানিনা পরে আরও কি করবে। আব্দুল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। এতে কুফফাররা কিছুক্ষণ পর্যন্ত আব্দুল্লাহকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে আর তাঁকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে দেয়। (আব্দুল্লাহ্ বলতে আব্দুল্লাহ বিন তারিক (রা.) কে বোঝানো হয়েছে। এই রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপর একটি রেওয়য়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাতের বাঁধন খুলে ফেলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর তারা তাঁকে পাথর মেরে শহীদ করে দেয়। যাইহোক তাঁকে এখানেই শহীদ করে দেওয়া হয় এবং সেখানেই ফেলে দেওয়া হয়। এখন যেহেতু তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ণ হয়েছিল, তাই কুরায়েশদেরকে প্রীত করতে এবং অর্থ লোভে খুবায়েব এবং যায়েদ (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে তারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মক্কা পৌঁছে তাঁদেরকে তারা কুরায়েশদের হাতে বিক্রি করে দেয়। খুবায়েব (রা.) কে হারিস বিন আমির বিন নওয়াফিলের ছেলে কিনে নেয়, কেননা খুবায়েব (রা.) বদরের যুদ্ধে হারিস কে হত্যা করেছিলেন। আর যায়েদ (রা.) কে সাফওয়ান বিন উমাইয়া কিনে নেয়।

হযরত খুবায়েব (রা.) সম্পর্কে এই রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, যে বাড়িতে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে কাফেরদের একটি শিশু খেলা করতে করতে তাঁর কাছে এসে পড়ে। খুবায়েব (রা.) তাঁকে কোলে বসিয়ে নেন। এতে শিশুর মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। বিষয়টি উপলব্ধি করে হযরত খুবায়েব (রা.) তাকে বলেন,বিচলিত হবেন না। আমি তাকে কিছু করব না, যদিও সেই সময় তাঁর হাতে ক্ষুর ছিল। সেই ক্ষুরের কারণে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যাইহোক হযরত আব্দুল্লাহ বিন তারিক (রা.) রাজীর ঘটনায় যেভাবে শহীদ হন তার বিবরণ হল- তিনি কাফেরদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সেখানেই লড়াই করেন।

(হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম. এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পৃ: ৫১৩-৫১৫)

দ্বিতীয় সাহাবী যাঁর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত আকিল বিন বুকায়ের (রা.)। হযরত আকিল (রা.) বনু সাদ বিন লাইস গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬২-৪৬৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১)

হযরত আকিল (রা.)-এর পূর্বের নাম ছিল গাফিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আঁ হযরত (সা.) তাঁর নাম রাখেন আকিল। ইতিহাস ও জীবনীর অধিকাংশ পুস্তকে তাঁর পিতার নাম বুকায়ের উল্লেখ হয়েছে। তথাপি কিছু পুস্তকে আবু বুকায়েরও লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর পিতা বুকায়ের অজ্ঞতাার যুগে হযরত উমর (রা.-)- এর পিতৃ পুরুষ নুফায়েল বিন আব্দুল উযযার মিত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে বুকায়ের এবং তাঁর সকল পুত্র বনু নুফায়েল-এর মিত্র ছিল। হযরত আকিল (রা.) , হযরত আমির (রা.), হযরত ইয়াস (রা.) এবং হযরত খালিদ (রা.)-এই চার ভাই বুকায়েরের পুত্র ছিলেন। তারা একসঙ্গে দারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরাই ছিলেন দারে আরকামে সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণকারী। হযরত আকিল (রা.), হযররত খালিদ (রা.), হযরত আমির (রা.) এবং হযরত ইইয়াসস (রা.) হিজরতের জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় সমস্ত নারী ও পুরুষদের একত্রিত করে হিজরত করেন। শিশু ও মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। কাজেই, মক্কায় তাঁর গৃহে আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না, এমনকি সেগুলিতে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এঁরা মদিনায় হযররত রিফাহ বিন আব্দুল মুনযির (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। হযরত রসুল করীম (সা.) হযরত আকিল (রা.) এবং হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযার (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তাঁরা দুজনের বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। একটি উক্তি মতে রসুল করীম (সা.) হযরত আকিল (রা.) এবং হযরত মুজাযযিরবিন যিয়াদ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত আকিল (রা.) বদরের যুদ্ধে ৩৪ বছর বয়সে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁকে মালিক বিন যুহায়ের জুশামি শহীদ করেছিল।

(আততাবাকতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৮, দার আহইয়াতুরাসুল আরাবী, ১৯৯৬) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড-১১৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত-২০০৮) (আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত-২০০৫)

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ইয়্যাস (রা.) ও হযরত আকিল (রা.) , হযরত খালিদ এবং হযরত আমির (রা.)এই চার ভাইয়েরা ছাড়া অন্য কাউকে জানি না যারা বদরের যুদ্ধে একত্রে অংশগ্রহণ করেছিল।

(আল আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত-২০০৫)

যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু বুকায়েরর -এর ছেলেরা আঁ হযররত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, হে রসুলুল্লাহ (সা.)! অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের বোনের বিবাহ করে দিন। আঁ হযরত (সা.) বলেন, বেলাল (রা.) সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? অর্থাৎ এই চার ভাই নিজেদের বোনের বিবাহের বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন। আঁ হযরত (সা.) বেলাল (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ নিয়ে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাদের মনোপুত না হওয়ায় সেখান থেকে তারা চলে যান। তারা পুনরায় আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে রসুলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের বোনের নিকাহ করে দিন। আঁ হযরত (সা.) পুনরায় তাঁদেরকে বললেন, বেলাল (রা.) সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? একথা শুনে পুনরায় ফিরে যান। তাঁরা তৃতীয় বার আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করেন, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের বোনের নিকাহ করে দেন। মহানবী (সা.) আবার বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী মত? সেইসাথে তিনি (সা.) আরো বলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী মত যে জান্নাতের বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? এ কথা শুনে তারা হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথে তাদের বোনের বিয়ে দেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৬, দার আহইয়াততুরাসুল আরাবী, বেরুত, ১৯৯৬)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যায়েদ বিন হারেসা। হযরত যায়েদ (রা.)-এর পিতার নাম হারেসা বিন শারাহীল ছাড়া হারেসা বিন শোরাহবীলও বর্ণনা করা হয়। তার মাতার নাম ছিল সওদা বিনতে সা'লাবা। হযরত যায়েদ ইয়ামেনের এক অতি সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু কুযাআর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত যায়েদ যখন স্বল্প বয়স্ক ছিলেন তখন তার মাতা তাকে নিয়ে নিজ পিতার বাড়িতে যান। সেই স্থান দিয়ে বনু কায়েনের কিছু লোক যাচ্ছিল। সফরের সময় যখন তারা যাত্রাবিরতি দেয় তখন তাবুর সামনে থেকে তারা হযরত যায়েদকে, যিনি তখনও শিশু ছিলেন, তুলে নেয় এবং গোলাম বা দাস বানিয়ে উকাযের বাজারে হাকীম বিন হিযামের কাছে চারশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। হাকীম বিন হিযাম তার ফুফু হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদের কাছে হযরত যায়েদকেউপস্থাপন করেন আর এরপর হযরত খাদীজা (রা.) তার অন্য সকল দাসের সাথে হযরত যায়েদকেও মহানবী (সা.)-এর কাছে অর্পন করেন।

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

(আসসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ১৮৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০১) (সীরাস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৫, দার ইশায়াত করাচী)

এক বর্ণনানুসারে, হযরত যায়েদকে যখন ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসা হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

(উমদাতুল কারী শারাহ সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৯৪)

হযরত যায়েদের নিরুদ্দেশ হওয়ায় তার পিতা হারেসা খুবই ব্যথিত ও দুঃখভারাক্রান্ত হন। কিছুকাল পর বনু কালবের কতিপয় ব্যক্তি হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় আসলে তারা হযরত যায়েদকে চিনতে পারে। হযরত যায়েদ তাদেরকে বলেন, আমার পরিবারকে আমার ব্যাপারে অবহিত করো যে, আমি কাবা গৃহের নিকটস্থ বনু মাআদের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে থাকি, তাই আপনারা কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। বনু কালবের লোকেরা ফিরে গিয়ে তার পিতাকে অবগত করে। এতে তার পিতা বলেন, কা'বার প্রভুর কসম! সে কি আমারই পুত্র ছিল? লোকেরা তার দৈহিক আকার-আকৃতি এবং বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। তখন তার পিতা হারেসা এবং চাচা কা'ব মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মক্কায় মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে তার সন্তান যায়েদের মুক্তির আবেদন জানান। মহানবী (সা.) যায়েদকে ডেকে তার মতামত জানতে চান। এতে হযরত যায়েদ তার পিতা এবং চাচার সাথে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান।

(সীরাস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৫-১৬৮, দার ইশায়াত করাচী)

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে প্রদান করেছেন যে, হযরত খাদীজা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-কে বিয়ে করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, আমি সম্পদশালী আর তিনি হলেন দরিদ্র। তাঁর (সা.) কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে চাইতে হবে, আর এটি হয়তো তিনি (সা.) সহ্য করতে পারবেননা, এমন পরিস্থিতিতে জীবন কীভাবে অতিবাহিত হবে। হযরত খাদীজা (রা.) অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এক নারী ছিলেন। তিনি খুবই বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন, তাই তিনি ভাবলেন, সমস্ত ধনসম্পদ যদি তাঁর (সা.)চরণে উৎসর্গ করে দেই তাহলে মহানবী (সা.)-এর মনে এই কষ্টকর অনুভূতি থাকবে না যে, এগুলো আমার স্ত্রী আমাকে দিয়েছে, বরং তিনি যেভাবে চাইবেন খরচ করতে পারবেন। সুতরাং বিয়ের মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই হযরত খাদীজা (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, আমি একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করতে চাই, আপনি যদি এর অনুমতি দেন তাহলে উপস্থাপন করব। তিনি (সা.) বলেন, কী প্রস্তাব? হযরত খাদীজা (রা.) বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার সমস্ত ধনসম্পদ এবং সকল কৃতদাস আপনার সেবায় উপস্থাপন করব আর এ সবকিছুই আপনার সম্পদ হয়ে যাবে।আপনি যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব এবং এটি আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ হবে। এই প্রস্তাব শোনার পর তিনি (সা.) বলেন, খাদীজা! তুমি কি চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছো? তুমি যদি সমস্ত সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও তাহলে সেই সম্পদ আমার হয়ে যাবে, তোমার আর থাকবে না। হযরত খাদীজা (রা.) নিবেদন করেন, আমি ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর আমি উপলব্ধি করেছি যে, সুখেশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করার এটিই উত্তম পদ্ধতি। তিনি (সা.) বলেন, পুনরায় চিন্তা করে দেখ, হযরত খাদীজা (রা.) নিবেদন করেন, হ্যাঁ, আমি খুব ভালোভাবে চিন্তা করেই বলছি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি চিন্তা করেই কথা বলে থাক আর সমস্ত ধনসম্পদ এবং সকল কৃতদাস আমাকে দান করে থাক, তাহলে এটি আমি পছন্দ করব না যে, আমার মতো অন্য কোন মানুষ আমার কৃতদাস বলে সম্বোধিত হবে। আমি সবার আগে কৃতদাসদেরকে মুক্ত করে দিব। হযরত খাদীজা (রা.) নিবেদন করেন, এখন এগুলো আপনার সম্পদ, আপনি যেভাবে চান এর ব্যবহার করতে পারেন। এটি শুনে তিনি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি (সা.) বাহিরে বের হয়ে কাবা প্রাঙ্গণে আসেন আর এই ঘোষণা দেনযে, খাদীজা (রা.) তার সমস্ত ধনসম্পদ এবং তার সব কৃতদাস আমার হাতে তুলে দিয়েছে। আমি এই সকল কৃতদাসকে মুক্ত বা স্বাধীন করে দিচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, বর্তমানে যদি কারো ধনসম্পদ হস্তগত হয় তাহলে সে বলবে যে, চলো গাড়ি কিনে নিই, বাড়ি বানিয়ে নিই, ইউরোপ ভ্রমণ করে আসি। আর আজকাল এটিও দেখা গেছে, কোন কোন বিষয় আমার সামনেও আসে যে, স্ত্রী তার স্বামীর হাতে সম্পদ তুলে দিলে (স্বামী) নিজ কামনা-বাসনা তোপূর্ণ করেই অধিকন্তু স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার দিতেও অস্বীকার করে; এরপর স্ত্রীর আর কোন উপায় থাকে না। স্বামী ভাবে যে, সম্পদ যেহেতু আমার হস্তগত হয়ে গেছে তাই এখন সে আমার দাসী। কিন্তু মহানবী (সা.) এর যেমর্যাদা ছিল এবং যেই চিন্তাভাবনা ছিল, তা হলো- ধর্মের খাতিরে সম্পদ খরচ হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সম্পদ খরচ হওয়া উচিত, আর মানুষকে যে কৃতদাস বানানো হয় -এর যেন অবসান ঘটে। যাহোক, মহানবী (সা.) এর হৃদয়ে যে বাসনার উদয় হয়েছিল, তা হলো- যারা আমারই মতো খোদা তা'লার বান্দা আর বিবেক বুদ্ধি রাখে তারা কৃতদাস হয়ে কেন জীবন অতিবাহিত করবে। শুধু আরবের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এক আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি এই বিস্ময়কর বিষয়েরই ঘোষণা প্রদান করেন। আর এভাবে ধনসম্পদ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ উদারতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

রসূলে করীম (সা.) যখন এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, আমি সকল কৃতদাসকে মুক্ত করছি, তখন অন্যসব কৃতদাস চলে যায়, শুধুমাত্র হযরত যায়েদ বিন হারসা (রা.), যিনি পরবর্তীতে তাঁর (সা.) পুত্র হিসেবে পরিচিত হন, মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি তো আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু আমি মুক্তি চাই না, আমি আপনার কাছেই থাকব। তিনি (সা.) বলেন, স্বদেশে ফিরে যাও আর নিজের আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎকর, এখন তুমি স্বাধীন। কিন্তু হযরত যায়েদ (রা.) নিবেদন করেন, যে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা আমি আপনার মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি এ কারণে আপনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। হযরত যায়েদ এক সম্পদশালী বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু ছোট বয়সেই ডাকাতদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং আরেকজনের হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে হাত বদল হতে হতে তিনি হযরত খাদীজার কাছে এসে পড়েন। এতে তার পিতা এবং চাচা গভীর চিন্তায় পড়ে যান আর তার সন্ধানে বের হন। তারা প্রথমে জানতে পারেন যে, যায়েদ রোমে আছেন। সেখানে গেলে জানতে পারেন যে, তিনি আরবে রয়েছেন। আরবে এসে জানতে পারেন যে, তিনি মক্কায় আছেন। মক্কায় আসার পর জানতে পারেন যে, তিনি রসূলে করীম (সা.) এর কাছে রয়েছেন। তারা তাঁর (সা.) কাছে আসেন এবং বলেন,আমরা আপনার ভদ্রতা এবং উদারতার খবর শুনে আপনার কাছে এসেছি। আপনার কাছে আমাদের ছেলে দাস হিসেবে আছে। তার মূল্য আপনি যা-ই চাইবেন, আমরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আপনি তাকে মুক্তি দিন। তার মা বৃদ্ধা এবং সে সন্তানের বিচ্ছেদের বেদনায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। আপনার বড় অনুগ্রহ হবে, যদি আপনি কাঙ্ক্ষিত মূল্য নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেন। রসূলে করীম (সা.) বলেন, আপনার ছেলে আমার দাস নয়। আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। এরপর তিনি (সা.) যায়েদকে ডেকে বলেন, তোমার পিতা এবং চাচা তোমাকে নিতে এসেছেন, তোমার মা বৃদ্ধা আর কেঁদে কেঁদে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি তোমাকে পূর্বেই স্বাধীন করে দিয়েছি, তুমি আমার দাস নও, তুমি তাদের সাথে যেতে পারো। হযরত যায়েদ উত্তরে বলেন, আপনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন ঠিক-ই কিন্তু আমি তো স্বাধীন হতে চাই না, আমি তো নিজেকে আপনার দাস-ই মনে করি। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন, তোমার মায়ের অনেক কষ্ট আর দেখ তোমার পিতা এবং চাচা কত দূর থেকে আর কত কষ্ট করে তোমকে নিতে এসেছেন, তুমি তাদের সাথে চলে যাও। যায়েদের বাবা এবং চাচাও অনেক বুঝালেন কিন্তু যায়েদ তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আপনারা নিঃসন্দেহে আমার বাবা এবং চাচা আর আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর (সা.) সাথে আমার যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এখন আর ছিন্ন হতে পারে না। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমার মা খুব কষ্টে আছে -একথা শুনে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে পৃথ ক হয়ে আমি জীবিত থাকতে পারবো না। অর্থাৎ মহানবী (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমি বাঁচবো না। মায়ের দুঃখও এক দিকে রয়েছেকিন্তু এই দুঃখ আমার কাছে তার চেয়েও অধিক হবে। যায়েদের এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) কা'বা গৃে হ গিয়ে ঘোষণা করেন, যায়েদ যে ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছে, এ কারণে আজ থেকে সে আমার পুত্র। এ কথা শুনে যায়েদের বাবা ও চাচা উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত

ইমামের বাণী

" ইসলাম প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করে যা মানুষের পাপময় জীবনের উপর মৃত্য নিয়ে আসে "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

হন এবং সানন্দে ফিরে যান কেননা তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, যায়েদ খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছেন।মোটকথা মুহাম্মদ (সা.)-এর অত্যুচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রমাণ হলো, যায়েদ যখন বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন তখন মহানবী (সা.)ও অসাধারণ কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখেন।

(তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ:৩৩৪-৩৩৫)

সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকেএই ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন তার বাবা এবং চাচা তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসেন তখন মহানবী (সা.) যায়েদকে বলেন, আমার পক্ষ থেকে পুরো অনুমতি রয়েছে। যায়েদ উত্তর দিলেন যে, আমি আপনাকে ছেড়ে কখনোই যাবো না। আপনি আমার জন্য আমার বাবা-চাচার চেয়ে বেশি কিছু। এখানেএকটি নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ তখন যায়েদের পিতা রাগ করে বলেন, আচ্ছা, তুমি দাসত্বকে স্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছ? আমরা তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি, নিয়ে যেতে এসেছি আর তুমি বলছ যে, আমি দাস হয়ে থাকবো! যায়েদ বলেন, হ্যাঁ, কেননা আমি তাঁর (সা.) মাঝে এমন গুণাবলী দেখেছি যে, আমি এখন আর কাউকে তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না।

মহানবী (সা.) যায়েদের এই উত্তর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান আর যায়েদকে কাবা প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, হে লোকসকল! সাক্ষী থাকো, আজ থেকে আমি যায়েদকে মুক্ত করে দিচ্ছি আর তাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিচ্ছি, যদিও তিনি পূ র্বেই স্বাধীন ছিলেন কিন্তু সেখানে জনসম্মুখেও তিনি (সা.) ঘোষণা করেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। তিনি (সা.) যখনএই ঘোষণা করেন, সেই দিন থেকে হযরত যায়েদ'কে যায়েদ বিন হারেসার পরিবর্তে যায়েদ বিন মুহাম্মদ আখ্যায়িত হন। কিন্তু হিজরতের পর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখন এই শিক্ষা অবতীর্ণ হলো যে, পালক পুত্রকে নিজের পুত্র পরিচয়ে ঘোষণা বৈধ নয়। তখন যায়েদকে পুনরায় যায়েদ বিন হারেসা নামে ডাকা আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বিশ্বস্ত সেবকের সাথে মহানবী (সা.)-এর ব্যবহার এবং ভালোবাসা তা-ই অব্যাহত থাকে যা প্রথম দিন ছিল বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে করতে থাকে, আর যায়েদের মৃত্যুর পর যায়েদের পুত্র ওসামা বিন যায়েদের সাথেও, যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর খাদেমা উম্মে আয়মানের গর্ভজাত ছিলেন, তাঁর (সা.) সেই একই ব্যবহার এবং একই ভালোবাসা ছিল।

যায়েদের বৈশিষ্টাবলীর মাঝে একটি হলো, সকল সাহাবীর মাঝে কেবল তাঁর নামই পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১১০-১১১)

অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যায়েদের বড় ভাই হযরত জাবালা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সেবায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, আমার ভাইকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। সম্ভবত পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার এ ঘটনা ঘটে থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, এই তোমার ভাই তোমার সামনে আছে, সে যদি যেতে চায় তাহলে আমি তাকে আটকাবো না। তখন হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার ওপর কখনো কাউকে প্রাধান্য দিব না। হযরত জাবালা বলেন, আমি দেখলাম আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধা ন্তের চেয়ে উত্তম ছিল।

(কুনযুলআমাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩৯৭, হাদীস-৩৭০৬৫)

তার (রা.) ভাইয়ের পক্ষ থেকে আরও একটি রেওয়ায়েতও দেখা যায়। হযরত জাবালা বয়সে হযরত যায়েদের চেয়ে বড় ছিলেন, তার কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনাদের উভয়ের মাঝে কে বড়, আপনি নাকি যায়েদ? তখন তিনি বলেন, যায়েদ আমার চেয়ে বড়, অবশ্য আমার জন্ম তার পূর্বেই হয়েছিল। তার কথার অর্থ ছিল, হযরত যায়েদ ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তার চেয়ে উত্তম।

(আররওযুল উনাফ ফি শারাহ আসসীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম,৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯, দারুল কুতুবুল হাদিসীয়া)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাজিআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত হ য়েছে যে, আমরা মহানবী (সা.) এর মুক্তকৃতদাস যায়েদ বিন হারেসা'কে পবিত্র কুরআনের আয়াত اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (সূরা আল্ আহযাব: ০৬) অর্থাৎসেই পালকপুত্রদেরকে তাদের পিতৃ (পরিচয়ে) ডাকা উচিত, এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত বিষয়; অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকতাম।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস: ৪৭৮২)

হযরত বারা' (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদকে বলেন, **'আনতা আখূনা ওয়া মওলানা'** অর্থাৎ, তুমি আমাদের ভাই এবং আমাদের বন্ধু।

(সহী আল বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২২৪)

আরেকটি বর্ণনায় এই বাক্যও পাওয়া যায় যে, يَازَيْدُ اَنْتَ مَوْلَايَ وَمِنِّيْ وَاِلَيَّ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ অর্থাৎ 'হে যায়েদ! তুমি আমার বন্ধু আর আমা হতে এবং আমার পক্ষ হতে আর তুমি আমার কাছে সকলের চেয়ে বেশি প্রিয়।'

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯৫)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) হযরত উসামা বিন যায়েদের জন্য আমার চেয়ে বেশি ওযিফা বা ভাতা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ হযরত উমরের পুত্র বর্ণনা করেন যে, যায়েদ (রা.)'র পুত্র উসামার ভাতা যখন ধার্য করা হয় তখন তা আমার চেয়ে বেশি ছিল। তখন আমি জিজ্ঞেস করি যে, কেন বেশি ধার্য করা হলো?তিনি বলেন, উসামা মহানবী (সা.)-এর কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল, অর্থাৎ যায়েদের পুত্র উসামা তোমার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে বেশি প্রিয় ছিল আর তার পিতা অর্থাৎ হযরত যায়েদ তোমার পিতার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিজের সম্পর্কে বলছেন যে, আমার চেয়ে হযরত যায়েদ রসূলে করীম (সা.)-এর বেশি প্রিয় ছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯৫)

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসা পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন আর নামায পড়েছেন।

(কুনযুল আমাল, খণ্ড ১৩, পৃ: ৩৯৭)

একথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সকল শ্রেণীর মানুষ দান করেছিলেন। উসমান, তালহা এবং যুবায়ের মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কেউ যদি বলত যে, সাধারণ মানুষ তাঁর সাথে রয়েছে, উঁচু শ্রেণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তিই তাঁকে গ্রহণ করে নি তাহলে এর উত্তর দেওয়ার জন্য উসমান, তালহা এবং যুবায়ের প্রস্তুত ছিলেন যে, আমরা সম্ভ্রান্ত বংশীয়। আর কেউ যদি বলত যে, কয়েকজন ধণাঢ্যকে নিজের পাশে ভিড়িয়েছে কিন্তু পৃথিবীতে যাদের আধিক্য সেই দরিদ্ররা তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করে নি;তাহলে যায়েদ, বেলাল প্রমূখ এই আপত্তির উত্তর দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আর যদি কেউ বলত যে, এটি যুবক বা তরুণদের খেলা; তরুণরা (তাঁর সাথে) সমবেত হয়েছে তাহলে মানুষ তাদের এই উত্তর দিতে পারতো যে, আবু বকর (রা.) তরুণ বা যুবক আর অনভিজ্ঞ নন, তিনি কিসের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেছেন। মোটকথা, তারা যে আঙ্গিকেই যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করুক না কেন, মহানবী (সা.)-এর সাথীদের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যক্তি সেসব যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এক জীবন্ত প্রমাণ হি সেবে দণ্ডায়মান ছিল। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় একটি কৃপা ছিল যা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat AhmadiyyaBilaspur (Chhattisgarh)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 11 July, 2019 Issue No.28

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মহানবীর ওপর হয়েছে। এরই উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ (সূরা আল্ ইনশিরাহ্: ৩-৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)! বিশ্ববাসী কি দেখে না যে, যেসব উপকরণের মাধ্যমে কেউ জয় লাভ করে সেসব উপকরণ আমরা তোমার জন্য সরবরাহ করেছি। বিশ্ব যদি ত্যাগী যুবাদের দ্বারা জয়ী হয় তাহলে তারা তোমার কাছে রয়েছে। বিশ্ব যদি অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠদের বুদ্ধিমত্তার অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের কারণে জয়যুক্তহয় তাহলে তারাও তোমার কাছে আছে। বিশ্ব যদি সম্পদশালী ও প্রভাবশালী পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে পরাজিত হয় তাহলে তারাও তোমার সাথে আছে। আর যদি সাধারণ জনতার কুরবানী নিষ্ঠারমাধ্যমে বিশ্ব জয়ী হয় তাহলে এই সমস্ত দাস তোমার অনুসরণে পাগলপারা। তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, তুমি পরাজিত হবে আর এই মক্কাবাসীরা তোমার মোকাবিলায় জয়ী হবে। কাজেই وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ এর অর্থ হলো, সেই বোঝা যা তোমার কোমর ভেঙে দেয়ার উপক্রম করেছিল তা আমরা স্বয়ং বহন করছি। তুমি এই কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলে আমি এই কাজ কীভাবে করবো! খোদা একদিনেই তোমাকে পাঁচজন মন্ত্রী দান করেন। আবু বকর রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। খাদীজা রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। আলী রূপী খুঁটি তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। যায়েদ রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। ওরাকা বিন নওফেল রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। এভাবে সেই বোঝা, যা তোমার একার ওপর ছিল, তা এরা সবাই বহন করে।

(তফসীর কবীর, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৪০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, চার ব্যক্তি, যারা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেন অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী খাদীজা, তাঁর চাচাতো ভাই আলী, তাঁর মুক্ত কৃতদাস যায়েদ এবং তাঁর বন্ধু আবু বকর (রা.)। তাদের সবার ঈমানের পক্ষে দলীল তখন এটিই ছিল যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। এরা সবাই ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ।

(ইউরোপ সফর, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে লিখেন, মহানবী (সা.) যখন তাঁর মিশনের প্রচার আরম্ভ করেন তখন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)। তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি। হযরত খাদীজার পরে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কাহাফার নাম উল্লেখ করেন, কেউ কেউ হযরত আলীর নাম বলেন যার বয়স তখন মাত্র দশ বছর ছিল,আর কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর মুক্তকৃতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার নাম বলেন।কিন্তু আমাদের মতে এই বিতর্ক অনর্থক। (কেননা) হযরত আলী এবং যায়েদ বিন হারেসা মহানবী (সা.)-এর ঘরের মানুষ ছিলেন আর তাঁর সন্তানদের মতো তাঁর সাথে থাকতেন। মহানবী (সা.) বলা মাত্রই তারা ঈমান আনে, বরং তাদের পক্ষ হতে সম্ভবত কোন মৌখিক স্বীকৃতিরও প্রয়োজন ছিল না। কাজেই এদের নাম উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। আর যারা বাকি ছিল তাদের সবার মধ্যে হযরত আবু বকর সর্বসম্মতভাবে অগ্রগামী এবং ঈমান আনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন।

(সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২১)

অর্থাৎ বয়সের দিক থেকে বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোকদের একজন ছিলেন। ঐ যুগের শিশু-কিশোররাও মাশাআল্লাহ্ বুদ্ধিমান ছিল কিন্তু জগত যাদেরকে বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান বলে সেই নিরিখে হযরত আবু বকর (রা.)বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন যিনি পুরুষদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিলেন। যাহোক, তারা চারজন ছিলেন, তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেমনটি বলেছেন, তাদের অনেক বড় পদমর্যাদা রয়েছে। তায়েফ সফরেও হযরত যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তায়েফ মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। খুবই সবুজ-শ্যামল এলাকা, যেখানে খুবই উন্নত মানের ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। সেখানে সকীফ গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো।

(মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১,লুগাতুল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬)

হযরত আবু তালেব এর মৃত্যুর পর কুরাইশরা মহানবী (সা.)-এর ওপর পুনরায় যুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করলে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এটি দশম নববী সনের ঘটনা আর তখনও শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকি ছিল। তিনি (সা.) দশদিন পর্যন্ত তায়েফে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি তায়েফের সকল রঈস বা নেতার কাছে যান, কিন্তু তাদের কেউ তাঁর বাণী গ্রহণ করে নি। তাদের যুবকরাতাঁর বাণী গ্রহণ করবে বলে যখন তাদের আশঙ্কা হয়, তাদের এই চিন্তা অবশ্যই হয়েছে যে, কোথাও যুবকরা বা সাধারণ লোকেরা ইসলামের বাণী গ্রহণ না করে বসে। তখন তারা বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও আর সেখানে গিয়ে বসবাস করো যেখানে তোমার বাণী গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর তারা ভবঘুরে লোকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় আর তারা তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে এমনকি একপর্যায়ে তাঁর দু'পা বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ওপর নিক্ষিপ্ত পাথরগুলোকে নিজের শরীর দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে থাকেন যার ফলেহযরত যায়েদের মাথায়ও বেশ কিছু আঘাত লাগে।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯০)

হযরত যায়েদ (রা.) এর জীবনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী খুতবায় প্রদান করা হবে।

****

সন্তান লাভ

আল্লাহ্ তা'লা গত ৯ই জুন, ২০১৯ তারিখে জামাত আহমদীয়া ডায়মন্ড হারবার-এর সদস্য মাননীয় আফযল আল আনাম সাহেবকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) নবজাতকের নাম প্রস্তাব করেছেন মাহেদ আহমদ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সে বরকতমণ্ডিত ওয়াকফে নও ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। নবজাতক সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করুক, আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে যেন জামাতের একজন পুণ্যবান সেবকে পরিণত করেন- এরজন্য বদর পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

যুগ খলীফার বাণী

"জগত অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে আর এমনভাবে জগত অর্জন করা উচিত যাতে তা ধর্মের সেবক হয়।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ৫ই মে, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ ইমামের বাণী

"আমি জনাব খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর নবুয়তের অনুরাগী। যে ব্যক্তি 'খতমে নবুয়ত'-এর অস্বীকারকারী, আমি মনে করি সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে।"

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir